Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদীসের আলোকে শবেবরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা লিজা

রোলঃ 227022198

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদীসের আলোকে শবেবরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা লিজা

রোলঃ 227022198

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন-হাদীসের আলোকে শবেবরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহিমা লিজা, আইডিঃ 227022198 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন-হাদীসের আলোকে শবেবরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

ফাহিমা লিজা

আইডিঃ 227022198

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

লেখকের কলাম.......5

ভূমিকা.......6

শা'বান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য.......7

শবে বরাতের নামকরণ এবং মধ্য-শা'বানের রজনী.......9

শবে বরাতের ফযীলত ও তাৎপর্য.......10

হাদিসের আলোকে শবে বরাত.......14

শবে বরাতের আমল সমূহ.......18

এই রাতে গোরস্তানে গমন.......24

এই রাতে তাওবা ও বেশী বেশী প্রার্থনা করা.......25

এই রাতে দু'আ কবুল হয়.......26

দীর্ঘ নফল পড়া.......27

সালাতুত্ তাসবীহ্.......28

শবে বরাতের পরের দিন ১৫ই শা'বানের রোযা.......28

শবে বরাতের ফযীলত শবে কদরের সমান নয়.......31

দুর্বল হাদীসের উপর 'আমল.......31

শবে বরাতের আমল সমূহ মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে চার ইমাম ও অন্যান্য ফুক্বাহায়ে কেরামের মন্তব্য.......33

ফিকহে হানাফী.......34

ফিকহে শাফেয়ী'.......36

ফিকহে হাম্বলী.......37

ফিকহে মালেকী.......37

গায়রে মুকাল্লিদীন.......37

১৫ই শা'বানের রোযা সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত.38

হানাফী আলেমগণের মতামত 38

মালেকী আলেমগণের মতামত 39

হাম্বলী আলেমগণের মতামত 39

এই রাতের বরকত থেকে যারা বঞ্চিত 40

শবে বরাতে যেসব কাজ করা বিদ'আত ও নিষিদ্ধ 43

মাইকে কুরআন তিলাওয়াত 45

মসজিদে জমায়েত হয়ে হৈ চৈ করা 45

গোরস্তানে মেলা বসানো 46

শবে বরাতের রাতে গোসল করার বিদআত 46

শবে বরাত বিষয়ক জাল হাদীসঃ 47

শবে বরাত : কিছু ভ্রান্তি নিরসন 54

বিভিন্ন দেশের শবেবরাত 59

এ রাতের নফল আমলসমূহ সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত 60

মুমিন জীবনের প্রতিটি রাতই শবে বরাত 61

রমযানের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ 62

শেষ কথা 63

রেফারেন্সঃ 64

লেখকের কলাম

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার, যিনি আমাকে এই কাজটি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সারাদিন সিজদাতে পড়ে থাকলেও যে মহান রবের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না.সেই মহামহিম রব, আমাকে "কুরআন-হাদীসের আলোকে শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত" এই বিষয়ে গবেষণা করার তৌফিক দিয়েছেন।

শবে বরাত, যা ক্ষমার রজনী নামেও পরিচিত, কুরআন ও হাদীস উভয়ের আলোকে এর অপরিসীম গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। ইসলামি শাবান মাসের ১৫ তারিখে পালন করা এই বিশেষ রাতটি আধ্যাত্মিকতা বহন করে এবং বিশ্বাসীদের ক্ষমা, করুণা এবং মুক্তির এক অনন্য সুযোগ দেয়। এই আর্টিকেলে, আমরা শবে বরাতের তাৎপর্যের গভীরে অনুসন্ধান করব এবং ইসলাম ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত এর গুণাগুণগুলি অন্বেষণ করব।

সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। দোয়া করবেন আল্লাহ তা আলা যেন গবেষণাকে কবুল করে নেন; সাথে সাথে আমি অধমকেও। এছাড়া, এটি যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাকি কাজগুলো করতে পারি সেজন্যেও দোয়া করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এই গবেষণার

কোন অংশে অসংগতিপূর্ণ কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে আমাকে

অবগত করার চেষ্টা করবেন। ইন শা আল্লাহ, পরবর্তীতে তা ঠিক করা হবে।

ফাহিমা লিজা
fahema.liza@gmail.com

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين

وعلى اله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .أما بعد:

মহান আল্লাহ পাক বছরের কোন কোন মাস ও তার দিবা রাত্রিকে তিনি বিভিন্ন 'ইবাদত ও আরাধনার জন্য বিশেষভাবে বরকতময় ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে রেখেছেন। যে ব্যক্তি বরকতময় এসব সময়গুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করবে, সামান্য মেহনত ও প্রচেষ্টার ফলে সে এমন বিশাল প্রতিদানের অধিকারী হবে, যা অন্য সময়ে অধিক মেহনত করেও অর্জন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল অধিকাংশ মুসলমান শরীয়ত ও সুন্নতের প্রতি চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে এ সকল 'ইবাদত এবং তার সঠিক পদ্ধতিসমূহকে ছেড়ে দিয়েছে, যা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই তারা এর বরকত ও রহমত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

সুতরাং একজন মু'মিন মুসলমান হিসাবে আমাদের জেনে নেয়া উচিত যে, বছরের কোন কোন সময় বরকতময় এবং তাতে কি কি ধরনের আমল শরীয়ত সমর্থিত? সেসব আ'মলের ফযীলত ও তাৎপর্য কি?

শা'বান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

শাবান ও রমযান উভয়টিই গুরুত্ববহ ও ফযীলতপূর্ণ মাস। রমযানের গুরুত্ব তো প্রায় সকলেই বোঝেন। কিন্তু শাবান মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে হয়তো কেউ কেউ যথাযথ ওয়াকিফহাল নন। শাবান মাসকেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব দিতেন। গুরুত্বের সাথে রোযা রাখতেন এবং অন্যান্য আমল করতেন।
এ ধরনের বরকতময় সময়গুলোর মধ্যে শা'বান মাস উল্লেখযোগ্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসেই সর্বাধিক রোযা রাখতেন। এই মর্মে হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপঃ
১ নং হাদীস (হাদীসে আয়েশা রাযি.)

وما رأيت رسول الله صلى الله عليه .

عن عائشة - رضى الله تعالى عنها قالت :وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رايته أكثر صياما منه فى شعبان

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া অন্য সময় পূর্ণমাস রোজা রাখতে দেখিনি এবং শাবান মাসের মত অধিক পরিমাণ নফল রোজা অন্য কোন মাসে রাখতেও দেখিনি। বোখারীঃ হাদীস নং ১৯৬৯, মুসলিমঃ হাদীস নং ১১৫৭, নাসায়ীঃ হাদীস নং ২৩৫১-২৩৫৪)

২ নং হাদীস (হাদীসে উসামা রাযি.)

عن أسامة بن زيد - رضى الله تعالى عنها - قال :قلت :يا رسول الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال :ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملى وأنا)٢
صائم.

অনুবাদ: হযরত উসামা বিন যায়েদ(রাযি.) বলেনঃ একদা আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমিত আপনাকে শা'বান মাসের মত অন্য কোন মাসে এত অধিক রোযা রাখতে দেখিনি? উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ মাসটির ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। অথচ এ মাসেই মানুষের আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হয়। আমি চাই আমার আমলগুলো (আল্লাহর

দরবারে) এমন অবস্থায় পেশ করা হোক যখন আমি রোযাদার। (নাসায়ীঃ হাদীস নং ২৩৫৭, বাইহাকী- শোয়াবুল ঈমানঃ খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৩৭৭- ৩৭৮, হাদীস নং ৩৮২০)

বুখারী ও মুসলিমসহ হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহে এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো কেবল এ মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকেই ফুটিয়ে তোলে। এ ছাড়া শবে বরাতও এ মাসেই অবস্থিত, যা অত্যন্ত বরকতময় ও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা শা'বানের ১৫তম রাত্রি। অর্থাৎ চতুর্দশ তারিখের সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ হয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত।(শবেবরাতের তত্ত্বকথা-১৪)

শাবান মাসের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এত গুরুত্বারোপ করতেন, এই হাদীসে তিনি তা খুলে বলেছেন। তাঁর কথার মর্ম হল, এই মাসে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। কাজেই এ মাসটি গুরুত্বের দাবিদার। তাছাড়া সামনে রমযান আসছে, ফযীলতপূর্ণ মাস হিসেবে রমযানকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। শাবান মাসের আগে রজব মাস আছে, রজব মাস পবিত্র চার মাসের(১) একটি, তাই রজব মাসকেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মাঝখানে শাবানের ব্যাপারে গাফলতি হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করলেন যে, দেখো, একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই মাসটিও গুরুত্বের দাবিদার। এ মাসে বান্দার গোটা বছরের আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। তাই শাবান আল্লাহর দরবারে আমলনামা পেশ হওয়ার মাস। কাজেই এই মাসেরও যথাযথ কদর করা চাই। এ কারণেই আমরা এ মাসে এত রোযা রাখি।
ইমাম ইবনে রজব রাহ. এই হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি গভীর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, (মর্ম) : এই হাদীসে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, কখনো কোনো একটা সময়, ব্যক্তি বা স্থানের ফযীলত প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন সবাই সেই প্রসিদ্ধ স্থান, কাল, পাত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অথচ ভিন্ন বিবেচনায় অন্য কোনো স্থান, কাল, পাত্র সেই প্রসিদ্ধ স্থান, কাল, পাত্রের চেয়েও উত্তম হতে পারে। কিন্তু অনেকে সেদিকে লক্ষ করে না। —লাতায়েফুল মাআরিফ, পৃ. ২৫১
সুতরাং একাধিক ফযীলতের কারণে যেভাবে রমযান মাসকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং পবিত্র মাস হিসেবে আশহুরে হুরুম বা পবিত্র চার মাসকে যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়, তেমনি সারা বছরের আমলনামা পেশ হওয়ার মাস হিসেবে শাবান মাসকেও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা কর্তব্য। আর এই গুরুত্ব প্রদান করার উপায় হল, সবধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া। শাবান মাসের অধিকাংশ দিন রোযা রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এই নির্দেশনাই দিয়ে গেছেন।

প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করে দেওয়া প্রয়োজন, সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহর দরবারে প্রতিদিন বান্দাদের আমলনামা পেশ করা হয়। দিনের আমলনামা রাতে আর রাতের আমলনামা দিনে পেশ করা হয়। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৯) এটি হল প্রতিদিনের আমলনামা। অপর একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলনামা পেশ করা হয়। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৫) এটি হল সাপ্তাহিক আমলনামা। আর একবার পেশ করা হয় বাৎসরিকভাবে। সেটা হল শাবান মাসে। এখানে সেটার কথাই বলা হয়েছে। (দ্র. লাতায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ২৪৪)

শবে বরাতের নামকরণ এবং মধ্য-শা'বানের রজনী

হাদীস শরীফে এরাতের কোন নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করা হয়নি। النصف من شعبان অর্থাৎ শা'বানের পঞ্চদশ রাত বলেই এর বিভিন্ন তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।

মুলত: শবে বরাআত)شب براءت(শব্দটি ফারসী ভাষা হতে উদ্ভূত। শব)شب(এবং বরাআত)براءت(এর সমন্বয়ে গঠিত। "শব"অর্থরজনী বা রাত্রি। আর "বরাআত শব্দের অর্থ পবিত্রতা, নাজাত, মুক্তি, পরিত্রাণ ইত্যাদি। এরাতে যেহেতু অগণিত মানবের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়এবং বহু জাহান্নামীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, এজন্য এইরাত্রটি 'শবে বরাআত' বা 'মুক্তিররজনী' নামে পরিচিত। পরিভাষায় শবে বরাআত না বলে "শবে বরাত"বলা হয়।(শবে বরাতের তত্ত্বকথা,পৃষ্ঠাঃ১৫)

কুরআন ও হাদীসে কোথাও 'লাইলাতুল বারাআত' পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়নি। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগেও এ পরিভাষাটির ব্যবহার জানা যায় না। এ রাতটিকে হাদীস শরীফে 'লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান' বা 'মধ্য-শা'বানের রজনী' বলা হয়েছে। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগের অনেক পরে এ রাতটিকে 'লাইলাতুল বারাআত' বা 'বিমুক্তির রজনী' বলে আখ্যায়িত করার প্রচলন দেখা দেয়। আমরা জানি, পরিভাষার বিষয়টি প্রশস্ত, তবে মুমিনের জন্য সর্বদা কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীগণের ব্যবহৃত পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম। সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্যতার জন্য আমরা মাঝে মাঝে 'শবে বরাত' বা 'লাইলাতুল বারাআত' পরিভাষা ব্যবহার করলেও সাধারণভাবে আমরা এ গ্রন্থে 'শবে বরাত' বুঝাতে 'শা'বান মাসের মধ্যম রজনী' বা 'মধ্য-শা'বানের রজনী' পরিভাষা ব্যবহার করব।

শবে বরাতের ফযীলত ও তাৎপর্য

আল-কুরআনে শবে বরাত

আমরা আগেই বলেছি, শবে বরাত বা লাইলাতুল বারা'আত পরিভাষা কুরআন কারীমে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। "লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান"বা "মধ্য-শা'বানের রজনী"পরিভাষাটিও কুরআন কারীমে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। তবে কুরআন কারীমের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিসরগণ "শবে বরাত"প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক (বরকতময়) রজনীতে এবং আমি তো সতর্ককারী। এ রজনীতে প্রত্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। "[১]

'মুবারক রজনী'-র ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সাহাবী ও তাবিয়ী বলেছেন যে, এ রাতটি হলো 'লাইলাতুল ক্বাদর' বা 'মহিমান্বিত রজনী'। সাহাবীগণের মধ্য থেকে ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তাবেয়ীগণের মধ্যে থেকে আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামী (৭৪ হি.), মুজাহিদ বিন জাব্র (১০২ হি.), হাসান বসরী (১১০ হি.), ক্বাতাদা ইবনু দি'আমা (১১৭ হি.) ও আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (১৮২ হি.) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থ লাইলাতুল ক্বাদর।

এ সকল সাহাবী-তাবিয়ীর মতের বিপরীতে একজন তাবিয়ী মত প্রকাশ করেছেন যে, এ আয়াতে 'বরকতময় রাত্রি' বলতে শবে বরাত বুঝানো হয়েছে। সাহাবী ইবনু আব্বাস (মৃ. ৬৮ হি.)-এর খাদেম তাবিয়ী ইকরিমাহ (মৃ. ১০৪ হি.) বলেন, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'মধ্য শা'বানের রাতকে' বুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ বলেন, এই রাতে গোটা বছরের সকল বিষয়ে ফয়সালা করা হয়। [২]।

অধিকাংশ বর্ণনাকারী এ বক্তব্যটি ইকরিমার বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় হিজরী

শতকের একজন বর্ণনাকারী বক্তব্যটি ইবনু আব্বাসের বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। আন-নাদ্র বিন ইসমাঈল (১৮২ হি.) নামক একব্যক্তি বলেন, তাকে মুহাম্মদ বিন সুক্কা বলেছেন, তাকে ইকরিমাহ বলেছেন ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি উপরে উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: মুবারক রজনী হলো মধ্য-শা'বানের রাত। এতে মৃত্যু বরণকারীদের নাম বর্ণনা করা হয়, হাজ্বীদের তালিকা তৈরি হয়, অতঃপর কোনো বাড়তি-কমতি করা হয়না। [৩]

এ সনদের রাবী 'আন-নাদ্র ইবনু ইসমাঈল (১৮২ হি.)' কুফার একজন গল্পকার ওয়ায়েয ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সৎ হলেও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার ভুলের কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আবুল হাসান ইজলি বলেছেন, এ ব্যক্তি বিশ্বস্ত। ইয়াহয়িয়া বিন সাঈদ বলেছেন, সে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও মূল্যহীন। ইমাম নাসায়ী ও আবু যুর'আ বলেছেন, সে শক্তিশালী বা গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন বলেছেন: নাদর বিন ইসমাঈল সত্যবাদী তবে সে কি বর্ণনা করে তা নিজেই জানে না। ইমাম বুখারী ইমাম আহমদের বরাত দিয়ে বলেন, এ ব্যক্তি সনদ মুখস্থ রাখতে পারত না। ইবনু হিব্বান বলেন, তার ভুল খুব মারাত্মক, যে কারণে তিনি পরিত্যক্ত বলে গণ্য হয়েছেন। [৪]

আন-নাদ্র ইবনু ইসমাঈলের অবস্থা অবলোকন করলে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি ভুল বশত ইকরিমার বক্তব্যকে ইবনু আব্বাসের বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সম্ভবত মুহাম্মাদ ইবনু সূক্কাকে বলতে শুনেছেন (عن عكرمة مولى ابن عباس): "ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাসের মাওলা"। তিনি ভুলে বলেছেন (عن عكرمة عن ابن عباس) "ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে..."। এভাবে মাকতু হাদীস বা তাবিয়ীর বক্তব্য মাওকুফ বা সাহাবীর বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বস্ত অনেক রাবীই স্মৃতির দুর্বলতা, নিয়মিত চর্চা ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের অভাবে এভাবে অনেক সময় মাকতু হাদীসকে মাওকুফ বা মাওকুফ হাদীসকে মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রাবীদের বর্ণনার সাথে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ এ সকল ভুল নির্ধারণ করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, তাবিয়ী ইকরিমা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সূরা দুখানে উল্লিখিত 'মুবারক রজনী' বলতে 'মধ্য শা'বানের রজনী' বুঝতেন।

উল্লেখ্য যে, মুফাস্সিরগণ ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেননি। প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরদের মধ্যে কেউই ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেননি। কোনো কোনো মুফাস্সির দুটি মত উল্লেখ করেছেন এবং কোনোটিরই পক্ষে কিছু বলেননি। আর অধিকাংশ মুফাস্সির ইকরিমার মতটি বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়ীর মতটিই সঠিক বলে গ্রহণ

করেছেন। তাঁরা বলেন যে, সঠিক মত হলো, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'লাইলাতুল ক্বাদ্র'-কে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ যে রাত্রিতে কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন সে রাত্রিকে এক স্থানে লাইলাতুল ক্বাদর বা 'মহিমান্বিত রজনী' বলে অভিহিত করেছেন। অন্যত্র এ রাত্রিকেই 'লাইলাতুম মুবারাকা' বা 'বরকতময় রজনী' বলে অভিহিত করেছেন। এবং এ রাত্রিটি নিঃসন্দেহে রামাদান মাসের মধ্যে; কারণ অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন। [৫]
এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মুবারক রজনী রামাদান মাসে, শাবান মাসে নয়। তাঁদের মতে 'লাইলাতুম মুবারাকা' এবং 'লাইলাতুল ক্বাদর' একই রাতের দুটি উপাধি।

অতঃপর তিনি বলেন যে, বরকতময় রাত্রির ব্যাখ্যার ভিত্তিতে "প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফয়সালার বিষয়েও আলিমগণ মতভেদ করেছেন। অনেকে বলেছেন, এ হলো "লাইলাতুল কদর", এ রাত্রিতেই পরবর্তী বছরের জন্ম, মৃত্যু, উন্নতি, অবনতি ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়। হাসান বসরী, কাতাদা, মুজাহিদ, আবু আব্দুর রাহমান আস-সুলামী, উমার মাওলা গাফরা, আবূ মালিক, হিলাল ইবনু ইয়াসাফ প্রমুখ তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ী থেকে উদ্ধৃত করেন যে, এদের সকলের মতেই লাইলাতুল কাদরে এ সকল বিষয়ের ফয়সালা করা হয়। এরপর তিনি ইকরামা থেকে উদ্ধৃত করেন যে, তার মতে লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বানে এ সকল বিষয়ের ফয়সালা করা হয়। অতঃপর তিনি বলেন:

أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ :ذَلِكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ بَيَانِنَا عَنْ أَنَّ المَعْنِيَّ بِقَوْلِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ لَيْلَةُ

الْقَدْرِ...»

"এতদুভয়ের মধ্যে সঠিকতর মত হলো যারা বলেছেন যে, লাইলাতুল কাদরে এ সকল বিষয়ের ফয়সালা হয়; কারণ আমরা বলেছি যে, এখানে লাইলাতুম মুবারাকা বলতে তো লাইলাতুল কাদরকেই বুঝানো হয়েছে। "[৬]

এ বিষয়ে আল্লামা আবু বাক্র ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ৫৪৩ হি.) বলেন:

جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ :إنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ :وَهُوَ بَاطِلٌ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ الصَّادِقِ الْقَاطِعِ :شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فَنَصَّ عَلَى أَنَّ : مِيقَاتَ نُزُولِهِ رَمَضَانُ ، ثُمَّ عَبَّرَ عَنْ زَمَانِيَّةِ اللَّيْلِ هَاهُنَا بِقَوْلِهِ :فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ .

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ

"অধিকাংশ আলিম বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকা বা বরকতময় রজনী হলো লাইলাতুল কাদর। কেউ কেউ বলেছেন, তা হলো "মধ্য-শা'বানের রজনী"। এ মতটি বাতিল; কারণ মহান আল্লাহ তার সন্দেহাতীভাবে সত্য গ্রন্থে বলেছেন: "রামাদান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে "। [৪]

এ কথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাচ্ছে যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় রামাদান মাস। অতঃপর এ আয়াতে অবতীর্ণ হওয়ার সময় জানিয়ে বলা হয়েছে "বরকতময় রাত্রিতে"। কাজেই কেউ যদি মনে করে যে, এ বরকতময় রাত্রিটি রামাদান ছাড়া অন্য কোনো মাসে তাহলে সে আল্লাহর নামে মহা মিথ্যা বানিয়ে বললো।

আল্লামা কুরতুবী (৬৭১ হি.) বলেন:

وَاللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ .....وَقَالَ عِكْرِمَةُ :»اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ

هَاهُنَا هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

"লাইলাতুম মুবারাকা- বরকতময় রজনী- হলো লাইলাতুল ক্বাদর... ইকরিমাহ বলেছেন, এখানে বরকতময় রজনী বলতে মধ্য-শা'বানের রজনী বুঝানো হয়েছে। প্রথম মতটিই সঠিকতর। "[৭]

আল্লামা ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি.) নিশ্চিত করেন যে, বরকমতয় রজনী বলতে "লাইলাতুল কাদর"-ই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন:

وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَمَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَدْ

.أَبْعَدَ النَّجْعَةَ .فَإِنَّ نَصَّ الْقُرْآنِ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ

"ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বরকতময় রাত্রিটি শা'বানের মধ্যম রজনী। এমতটি একটি অসম্ভব ও অবাস্তব মত। কারণ কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, এ রাত্রটি রামাদানের মধ্যে।

আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (১৩৬২ হি.) বলেন: অধিকাংশ তাফসিরকারকই 'লাইলাতুম মুবারাকা'-কে এখানে 'শবে কদর' বলিয়া তীর করিয়াছেন এবং এ সম্মন্ধে হাদীসও যথেষ্ট রহিয়াছে। .... আর কেহ কেহ 'লাইলাতুম মুবারাকা'-এর তাফসীর করিয়াছেন 'শবে বরাত'। কেননা শবে বরাত সম্মন্ধেও বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, শবে বরাতে বৎসরের যাবতীয় কার্যের মীমাংসা হইয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু শবে বরাতে কুরআন নাযিল হইয়াছে বলিয়া কোনো রেওয়ায়াত নাই এবং শবে ক্বদরে নাযিল হইয়াছে বলিয়া স্বয়ং কোরআনের "নিশ্চয় আমি তা লাইলাতুল কাদরে অবতীর্ণ করেছি"আয়াতেই উল্লেখ রহিয়াছে; সেই হেতু শবে বরাত বলিয়া লাইলাতুম মুবারাকা-এর তাফসীর করা শুদ্ধ নহে বলিয়া মনে হয় মুফাস্সিরগণের এরূপ।

ইকরিমার মতটি প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে ঐকমত্যের কারণ হলো, ইকরিমার এ মতটি কুরআনের স্পষ্ট বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, একটি মুবারক রাত্রিতে ও একটি মহিমান্বিত রাত্রিতে তিনি কুরআন নাযিল করেছেন। এ সকল আয়াতের সমন্বিত স্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ রামাদান মাসের এক রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছেন এবং সে রাত্রটি বরকতময় ও মহিমান্বিত। মুবারক রজনীর ব্যাখ্যায় মধ্য শা'বানের রজনীর উল্লেখ করার অর্থ হলো এই আয়াতগুলির স্পষ্ট অর্থ বিভিন্ন অপব্যাখ্যা ও ঘোরপ্যাঁচের মাধ্যমে বাতিল করা।

হাদিসের আলোকে শবে বরাত

হাদীস শরীফে এই রাতের ফযীলত ও তাৎপর্য সংক্রান্ত অনেক বর্ণনাই পাওয়া যায়। নিম্নে নির্বাচিত কিছু হাদীস সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা হলো।

৩ নং হাদীস (হাদীসে মুয়া'য রাযি.)

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر الجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن.

অনুবাদ : হযরত মুয়া'য বিন জাবাল (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; মহান আল্লাহ পাক শা'বানের পঞ্চদশ রাতে তাঁর বান্দাদের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং মুশরিক ও পরস্পর বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন। (কিতাবুসসুন্নাহ খন্ড:১ পৃষ্ঠাঃ ২২৪, হাদীস নং ৫১২। সহীহ ইবনে হিব্বান, দেখুন আল ইহসান খন্ডঃ৭ পৃ:৪৭। মাওয়ারিদুয যমআন পৃষ্ঠাঃ ৪৮৬, হাদীস নং ১৯৮০। মাজমাউ যাওয়াইদ খন্ডঃ ৮, পৃষ্ঠাঃ ৬৫। আলবানী, আসসিলসিলাতু সহীহাহ খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ১৩৫, হাদীস নং ১১৪৪। শো'য়াবুল ঈমান খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৮২, হাদীস নং ৩৮৩৩। আল মু'জামুল কাবীরঃ খন্ডঃ ২০, পৃঃ ১০৮-১০৯। আততারগীব খন্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৪১ ও খন্ডঃ ৪ পৃঃ ২৩৮)

৪ নং হাদীস (হাদীসে আবূ সা'লাবা রাযি.)

عن أبي ثعلبة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين و يترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم.

অনুবাদ : হযরত আবূ সা'লাবা (রাযি.) বলেনঃ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ১৫ই শা'বানের রাতে আল্লাহ পাক বান্দাদের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং মু'মিন বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। অপরদিকে পরস্পর হিংসা বিদ্বেষপোষণকারীদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেন। অর্থাৎ যতক্ষণনা তারা তা থেকে বিরত হয়ে তওবা করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করে। (কিতাবুস সুন্নাহ, খন্ডঃ ১, পৃঃ ২২৩, ২২৪, হাদীস নং ৫১১। শোয়াবুল ঈমান, খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৮১-৩৮২, হাদীস নং ৩৮৩২। আসসিলসিলাতুস সহীহাহ্ খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ১৩৬ হাদীস নং ১১৪৪)

৫ নং হাদীস (হাদীসে আবূ বকর রাযি.)

عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لكل نفس

إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل

অনুবাদঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ শা'বানের মধ্য রাতে (১৫ই শাবান) আল্লাহ পাক প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং প্রতিটি (মুমিন) বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। তবে পরশ্রীকাতর এবং তাঁর সাথে শিরককারী (মুশরিক) দের ক্ষমা করেন না। (শো'য়াবুল ঈমান, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৩৮০, হাদীস নং ২৮২৭। কিতাবুস সুন্নাহ, খন্ডঃ ১, পৃঃ ২২২-২২৩, হাদীস নং ৫০৯। শরহুস সুন্নাহ, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১২৭, হাদীস নং ৯৯৩। আস সিলসিলাতুস সহীহা, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৩৭, হাদীস নং ১১৪৪)

৬ নং হাদীস (হাদীসে আউফ ইবনে মালিক রাযি.)

عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو مشاحن

অনুবাদঃ হযরত 'আউফ ইবনে মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শা'বানের মধ্য রাতে আল্লাহ পাক নিজ বান্দাহদের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন এবং তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করে দেন। মুশরিক ও পরস্পর বিদ্বেষ পোষন কারীদের ছাড়া। (কাশফুল আসতার, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৪৩৬, হাদীস নং ২০৪৮। আলবানী, আস সিলসিলাতুস সাহীহা, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৩৭, হাদীস নং ১১৪৪)

৭ নং হাদীস (হাদীসে কাসীর ইবনে মুররাহ্ রহ.)

عن كثير بن مرة إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان إلى العباد، فيغفر لأهل

الأرض إلا رجل مشرك أو مشاحن.

অনুবাদঃ হযরত কাসীর ইবনে মুররাহ (রহ.) হতে বর্ণিত: ১৫ই শা'বানের রাতে আল্লাহ পাক বান্দাহদের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। মুশরিক এবং পরশ্রীকাতর ব্যক্তি ছাড়া। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৩১৬-৩১৭, হাদীস নং ৭৯২৩। শো'য়াবুল ঈমান খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৩৮১, হাদীস নং ৩৮-৩১, মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা, খন্ড:১০, পৃ:৪৩৮ হাদীস নং ১১০৮)

৮ নং হাদীস (হাদীসে আতা ইবনে ইয়াসার রহ.)

عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى :ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان ينزل الله فيها إلى السماء الدنيا، فيغفر لعباده كلهم إلا المشرك

.أو مشاحن أو قاطع رحم

অনুবাদঃ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.) হতে বর্ণিত: লাইলাতুল কদরের পর শা'বানের ১৫তম রাতের চেয়ে উত্তম কোন রাত নেই। এই রাতে আল্লাহ পাক প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং তাঁর সকল মুমিন বান্দাহদের ক্ষমা করে দেন। মুশরিক, পরশ্রীকাতর এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ছাড়া। (আললাত্যইফ লি ইবনি রাজাব, পৃঃ ১৬২। মা সাবাতা বিস সুন্নাহ, পৃঃ ৩৫৫)

৯ নং হাদীস (হাদীসে উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.)

:عن عمر بن الخطاب و ابن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء

اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه، واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فاثبتنا، فإنك تمحو ما" تشاء وتثبت، وعندك

) أم الكتاب

অনুবাদঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব মাসউদ (রাখি) সহ বহু সাহাবী থেকে শবেবরাতে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়েছে:

হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাদিগকে হত ভাগ্য বলে (তাক্বদীরের খাতায়) লিখে থাকো তবে তা মিটিয়ে দাও এবং আমাদিগকে নেককার হিসেবে লিখে নাও। আর যদি আমাদিগকে নেককার হিসেবে লিখে থাকো তবে তা বহাল রাখ। নিশ্চয় তুমি যা মিটাতে চাও তা মিটাতে পারো আর যা বহাল রাখতে চাও তা বহাল রাখতে পারো। কারণ তোমার কাছেইতো রয়েছে ভাগ্যলিপি। (আল মিরকাত, কিতাবুস সালাত খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৯৭)

১০ নং হাদীসঃ হযরত মাকহুল (রহ.) হতে বর্ণিত: নিশ্চয় আল্লাহ পাক শা'বানের মধ্য রাতে জমীন বাসীদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু দুই

ব্যক্তি ছাড়া, কাফির ও পরশ্রীকাতর। (শো'য়াবুল ঈমান, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৩৮১, হাদীস নং ৩৮৩০)

১১নং হাদীস (হাদীসে মু'য়ায ইবনে জাবাল রাযি.)

بن جبل رضى الله تعالى عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ

من أحيى الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر"

وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان

অনুবাদঃ হযরত মু'য়ায ইবনে জাবাল (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হজর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি পাঁচটি রাত জাগ্রত থেকে 'ইবাদত করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এক, তআরবিয়ার রাত (জিলহজ্জ মাসের আট তারিখের রাত)। দুই. আরাফার রাত। তিন জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ তথা কুরবানীর ঈদের রাত। চার, ঈদুল ফিতরের রাত। পাঁচ, শা'বান মাসের মধ্য রাত তথা বরাতের রাত। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ডঃ ২, পৃঃ ২৭৫। ইলাউসসুনান, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৩৫,৩৬)(বিস্তারিতঃশবেবরাতের তত্ত্বকথাঃপৃষ্ঠা:১৯-২৫)

শবে বরাতের আমল সমূহ

শবে বরাতের আমলসমূহের মধ্যে হাদীসে দীর্ঘ নফল নামায, দীর্ঘতম সময় সিজদা করার কথা আছে। সুতরাং এ রাতে নফল নামাযসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি যত্নবান হওয়া কাম্য। যেমন নফল নামাযের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই রাকাত করে যত রাকাত সম্ভব পড়তে থাকা, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা, দরূদ শরীফ পড়া, তওবা-ইস্তেগফার করা, দুআ করা এবং কিছুটা ঘুমের প্রয়োজন হলে ঘুমিয়ে নেওয়া। এমন যেন না হয় যে, সারা রাতের দীর্ঘ ইবাদতের ক্লান্তিতে ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়া সম্ভব হল না। খেয়াল রাখতে হবে, ফরয নামাযে যেন কোনোরূপ শৈথিল্য না হয়। কারণ, ফরয ইবাদতের গুরুত্ব সর্বাবস্থায় নফল ইবাদতের চেয়ে বেশি।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, অনেক অনির্ভরযোগ্য ওযীফার বই-পুস্তকে এই রাতে নামাযের যে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন লেখা আছে, যেমন এত রাকাত হতে হবে, প্রতি রাকাতে এই সূরা এতবার পড়তে হবে ইত্যাদি—এগুলো ঠিক নয়। বরং স্বাভাবিকভাবে যেকোনো সূরা দিয়ে দুই

রাকাত করে নফল নামায পড়বে। (দ্রষ্টব্য : আলআছারুল মারফূআ, আবদুল হাই লাখনোভী, পৃ. ৮০-৮৫)
এ রাতের করণীয় সম্পর্কে ইমাম ইবনে রজব রাহ. বলেছেন, (মর্ম) 'মুমিনের কর্তব্য এই যে, এ রাতে খালেস দিলে তওবা করে যিকির, দুআ ও ইস্তেগফারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। যত্নের সঙ্গে নফল নামায পড়বে। সওয়াব লাভের আশা নিয়ে পনেরো তারিখের রোযাও রাখবে। কেননা কখন মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। তাই কল্যাণের মওসুম শেষ হওয়ার আগেই তার মূল্য দেওয়া কর্তব্য। তবে অত্যন্ত জরুরি বিষয় হল, ওইসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, যেগুলো এ রাতের সাধারণ ক্ষমা ও দুআ কবুল হওয়া থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। যথা : শিরক, হত্যা, বিদ্বেষ। এগুলো সবই কবীরা গুনাহ। আর বিদ্বেষ তো এতই গর্হিত বিষয় যে, এটা অধিকাংশ সময়ই মানুষকে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
যেকোনো মুসলমান সম্পর্কেই বিদ্বেষ পোষণ করা অত্যন্ত মন্দ প্রবণতা। তবে সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন সম্পর্কে অন্তরে বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত ভয়াবহ ও গর্হিত অপরাধ। এজন্য মুসলমানদের কর্তব্য হল, সর্বদা অন্তরকে পরিষ্কার রাখা এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পাক-পবিত্র রাখা। বিশেষত উম্মাহর পূর্বসূরি ব্যক্তিদের সম্পর্কে অন্তর পুরোপুরি পরিষ্কার থাকা অপরিহার্য, যাতে রহমত ও মাগফিরাতের সাধারণ সময়গুলোতে বঞ্চিত না হতে হয়।' —(লাতাইফুল মাআরিফ, পৃ. ২৬৫)
নিম্নে কিছু হাদিস বর্ননা করা হল এ বিষয়ে-

১২ নং হাদীস (হাদীসে আয়েশা রাযি.)

عن عائشة رضى الله عنها قالت :فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت، فإذا هو بالبقيع، فقال" :أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت :يا رسول الله إنى ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال" :إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب

অনুবাদঃ হযরত আয়েশা (রযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক রাতে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (শয্যাপার্শ্বে) না পেয়ে খুঁজতে বের হলাম। (খুঁজতে খুঁজতে) তাঁকে "জান্নাতুল বাকী'তে পেলাম। (আমাকে দেখে) তিনি বললেনঃ হে আয়েশা! তুমি কি এই আশংকা করছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর অবিচার করবেন? (হযরত আয়েশা বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল। আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়ত অন্য কোন বিবির ঘরে গমন করেছেন।

অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ১৫ই শা'বানের রাতে আল্লাহপাক

প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং "বনু কালব"গোত্রের পালিত ছাগল পালের শরীরের পশমের চেয়েও অধিক সংখ্যক বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযীঃ হাদীস নং ৭৩৯। ইবনে মাজাহঃ হাদীস নং ১৩৮৫। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, খন্ডঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ৪৩৭-৪৩৮, হাদীস নং ৯৯০৭। মুসনাদে আহমাদ, খন্ডঃ ৬, পৃঃ ২৩৮, আলবানী, আসসিলসিলাতুস সহীহা, খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠা ১৩৮) হাদীস নং ১১৪৪

ফায়দা:

আরবের লোকেরা সাধারণতঃ বকরী পালন করে থাকত, প্রায় সকল গোত্রের লোকেরাই বহু বকরীর মালিক ছিল, তম্মধ্যে "বনূ কালব"গোত্রের অধীনে সর্বাধিক বকরী ছিল। অত্র হাদীসে সেই "বনূ কালবের"সকল বকরীর গায়ের পশম অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বান্দাহকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলা

হয়েছে। ভেবে দেখার মত বিষয় যে, একটি বকরীর শরীরের পশম সংখ্যা কত? গুনে দেখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। উপরন্তু যদি বকরীর সংখ্যাই অগণীত হয় তবে এর পশম-ই বা কত অধিক হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা এ রাতে এর চেয়েও বেশী সংখ্যক গুনাহগার মানুষকে ক্ষমা করে থাকেন। এটা আল্লাহর কত বড় দান! আল্লাহ যেমন বড়, তাঁর দানও তেমন বড়।

১৩ নং হাদীস (হাদীসে আবু রুহম রহ.)

عن أبي رهم ، أن أبا سعيد الخدري دخل على عائشة ، فقالت له عائشة :يا أبا سعيدا حدثني بشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثك بما رأيته يصنع، قال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلاة الصبح قال:

خرج إلى اللهم املء سمعى نورا، وبصرى نورا، ومن بين يدى نورا، ومن خلفي نورا، وعن يمينى نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوق نورا، ومن تحتى نورا وعظم لى النور برحمتك وفي رواية محمد" :وأعظم لي

نورا ."قالت عائشة :دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستتم أن قام فلبسهما، فأخذتنى غيرة شديدة، فظننت أنه يأتي بعض صوبحباتى، فخرجت أتبعه، فأدركته بالبقيع بقيع الغرقد - يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء، فقلت :بأبي وأمي أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا، فانصرفت فدخلت حجرتى ولى نفس عال، والحقنى رسول صلى الله عليه وسلم

فقال" :ما هذا النفس يا عائشة؟ فقلت :بأبي وأمى، أتيتني، فوضعت عنك ثوبيك، ثم لم تستتم أن قمت فلبستهما، فأخذتنى غيرة شديدة، ظننت أنك تأتى بعض صويحباتي، حتى رأيتك

:بالبقيع تصنع ما تصنع، قال

يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ بل أتاني جبريل

عليه السلام، فقال :هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، والله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك، ولا إلى مشاحن، ولا إلى قاطع

رحم، ولا إلى مسبل، ولا إلى عاق لوالديه، ولا إلى مدمن خمر

قال :ثم وضع عنه كوبيه، فقال :يا عائشة الأذن لي في قيام هذه الليلة فقلت نعم بابى وامى فقام مسجد طويلا حتى ظننت أنه قبض فقير التمسته ووضعت يدى على باطن قدميه فتحرك ففرحت : وسمعته يقول

مجوده

أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك، لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسان

:فلما أصبح ذكرتهن له، فقال

يا عائشة تعلمتهن؟ فقلت :نعم، فقال :تعلميهن وعلميهن، فإن

.جبرئيل عليه السلام علمنيهن وأمرني أن أرددهن في السجود

অনুবাদঃ হযরত আবু রুহম (রহ.) বলেনঃএকবার হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) তাকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আবু সাঈদ! আপনি আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছেন এমন কোন হাদীস শুনালে আমিও আপনাকে এমন কিছু শুনাবো যা আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি।

এতদশ্রবনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বললেনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরজ নামায পড়ার উদ্দেশ্যে (হুজরা থেকে) বের হতেন তখন এই দু'আটি পাঠ করতেনঃ

،اللهم املء سمعی نورا، وبصری نورا، ومن بين يدی نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا
وعن شمالي نورا، ومن فوقی نورا، ومن
"تحتی نورا، وعظم فی النور برحمتك، وفي رواية محمد "وأعظم في نورا.

অর্থাৎঃ হে আল্লাহা আমার কর্ণ, আমার চক্ষু, আমার সম্মুখে, আমার পশ্চাতে, আমার ডানে, আমার বায়ে, আমার উপরে এবং আমার নীচে (সর্বস্থানে) তুমি নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও। তোমার রহমতের উসীলায় আমার জন্য (তোমার) নূরকে প্রসস্থ করে দাও।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) (তাঁর ওয়াদা অনুসারে) বললেনঃ একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি পোশাক খুলে বসতে না বসতে আবার দাঁড়িয়ে তা পরিধান করে নিলেন (এবং ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন)।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেনঃ (এই দৃশ্যটি) আমার আত্ম সম্মানে মারাত্মক ভাবে আঘাত করলো। আমি ভাবলাম হয়তো তিনি আমার কোন সতীনের গৃহে গেছেন। এতএব, আমিও তাঁকে অনুসরণ করতে বেরিয়ে পড়লাম। অতঃপর আমি তাঁকে জান্নাতুল বাক্বীতে (বাক্বীউল গারবাদ) পেলাম। তিনি সকল মুমিন নর-নারী এবং শহীদানের জন্য (আল্লাহর দরবারে) মাগফেরাতের দু'আ করছেন।

আমি (অবাক হয়ে) মনে মনে বললামঃ সুবহানাল্লাহ! আমার বাবা-মা কুরবান হোক। আপনি তো আপনার রবকে নিয়ে ব্যস্ত। আর আমি ব্যক্ত দুনিয়া নিয়ে। আমি (দ্রুত) ফিরে আসলাম (যাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে না পারেন। কিন্তু দ্রুত দৌড়ানোর কারণে) আমার বুক (ঘন ঘন) উঠা নামা করছিল।

এদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন এবং (আমার এই অবস্থা দেখে) জিজ্ঞেস করলেনঃ আয়েশা! তোমার এত ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে কেন? আমি উত্তরে বললামঃ আমার বাবা-মা কুরবান যাক। আপনি আমার ঘরে এসে কাপড়-চোপড় না ছাড়তেই আবার তা পরে নিলেন এবং বের হয়ে গেলেন। এতে আমার আত্মসম্মানে মারাত্মক ভাবে লেগেছে। আমি ধারনা করেছিলাম আপনি আমার কোন সতীনের ঘরে যাবেন। কিন্তু আমি

আপনাকে জান্নাতুল বাক্বীতে ইবাদতরত অবস্থায় দেখতে গেলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আয়েশা। তুমি ভয় করছিলে যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তোমার সালে বিরাগত করা (তা কাশ্মিনকালেও হতে পারে না) বরং হযরত জিব্রাঈল (আ.) আবার ভারপ এসে বললেনঃ এই রাতটি শা'বান মাসের মধ্য রাত। বধু কাসর লেজের পালিত বকরীগুলোর পশমসম সংখ্যক বান্দাহদের আল্লাহ পার এই বরে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করেন।

তবে কোন মুশরিক, পরশ্রীকাতর, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, টাকর গীরার নীচে ঝুলিয়ে পোশাক পরিধানকারী পুরুষ, মা-বাবার অবাধ্য সন্তা এবং শরাব পানকারীর প্রতি আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। অর্থাৎ তাদেরকে এ রাতেও ক্ষমা করা হয় না।

অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ের কাপড় খুলে রাখলেন এবং আমাকে বললেনঃ আয়েশা। তুমি কি আমাকে এই রাত্রটি নামাযে কাটাবার অনুমতি দিবে? আমি তদুত্তরে বললামঃ অবশ্যই। আমার বাবা-মা কুরবান হোক।

হুজুর নামাযে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, আমি ভাবলাম হয়তো তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি নিশ্চিত হবার জন্য উঠলাম এবং তাঁর পায়ের নীচে হাত রাখলাম। পা নড়ে উঠলো। আমি আনন্দিত হলাম।

সেজদায় আমি হুজুরকে এই দু'আ টি পড়তে শুনলামঃ

أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك

جل وجهك، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ! আমি আযাব হতে আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাই। আপনার ক্রোধ হতে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই এবং আপনার সব ধরনের নাফরমানী হতে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি মহান। আপনি যেভাবে নিজের গুনকীর্তন করেছেন আমার পক্ষে আপনার জন্য সে সব প্রসংশা পরিপূর্ণভাবে করা সম্ভব নয়।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেনঃ পরদিন সকালে আমি এই দু'আটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনালাম। হুজুর বললেনঃ আয়েশা। তুমি কি দু'আটি মুখস্ত করে নিয়েছ? আমি

বললামঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আয়েশা! দু'আটি তুমি নিজেও মনে রাখ এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দাও। কেননা হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে এই দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন এবং সেজদায় বার বার পড়তে বলেছেন। (শো'য়াবুল ঈমান, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৩৮৩, ৩৮৫। আদ্দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৬, পৃঃ ২৭, কানযুল উম্মাল, খন্ডঃ ১২, পৃঃ ৩১৫, হাদীস নং ৩৫১৮৪)

এই রাতে গোরস্তানে গমন

উপরোল্লেখিত হাদীসটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাতে মদীনা মুনাওয়ারার কবরস্ত ানে (জান্নাতুল বাক্বী) গিয়েছিলেন। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি এ রাতে (শবে বরাতে) গোরস্তানে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের জন্য ঈসালে সাওয়াব করে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তা দোষণীয় নয়। তবে এ আমলটিকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করা যাবে না।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) "যাওয়ালুস সিনাহ"নামক গ্রন্থের ১০ নং পৃষ্ঠায় এ রাতে কবর যিয়ারত মুস্তাহাব বলেছেন। অপর দিকে পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মুফতী হযরত মাওঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহ.) "শবে বরাতনামক পুস্তিকার ১৫ নং পৃষ্ঠায় কবর যিয়ারতকে এ রাতের সুন্নত আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ফতোয়া গ্রন্থ 'ফতোয়ায়ে আলমগীরিয়া'তে বলা হয়েছেঃ কবর যিয়ারতের জন্য চারটি দিন সবচেয়ে উত্তম- সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার। এ ছাড়া বরকতময় রজনীসমূহেও কবর যিয়ারত করা উত্তম। তন্মধ্যে শবে বরাত উল্লেখযোগ্য। (আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ্,খন্ডঃ৫,পৃষ্ঠা ৩৫০)
কবর যিয়ারতকে বিশেষভাবে মর্যাদা দেয়া ও অত্যাশ্যকীয় মনে করা। দূর দুরান্ত থেকে মাযারের উদ্দেশ্যে সফর করা। দলবদ্ধভাবে কবরস্তানে যাওয়া। কবরস্তানে মেলা বসানো। বাতি জ্বালানো ইত্যাদি বিদ'আত ও গর্হিত কাজের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় তবে তা আর মুস্তাহাব থাকবে না। বরং এ ধরনের পরিস্থিতিতে (কবরস্তানে) না যাওয়াটাই উত্তম এবং অধিক সতর্কতা।(শবে বরাতের তত্ত্বকথাঃ২৫-৩৩)

এই রাতে তাওবা ও বেশী বেশী প্রার্থনা করা

১৪ নং হাদীস (হাদীসে ওসমান ইবনে আবিল 'আস রাযি.):

عن عثمان بن أبي العاص رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد؛ هل من مستغفر فأغفرله؟ هل من

سائل فأعطيه؟ فلا يسأل أحد إلا أعطى، إلا زانية بفرجها أو مشرك.

অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে আবিল 'আস (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শা'বান মাসের পঞ্চদশ রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বলে ডাকতে থাকেন, তোমাদের মাঝে আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থি, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব? আছে কি তোমাদের মাঝে কিছু চাইবার মতো কেউ, আমি তার সকল চাহিদা পুরণ করে দেব? অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এভাবে সকল প্রার্থনাকারীর সর্ব প্রকার বৈধ মনোবাঞ্চনা পূর্ণ করে দেয়া হয়। কিন্তু ব্যভিচারিণী এবং মুশরিকদের প্রার্থনা কবুল করা হয় না। (শো'আবুল ঈমান, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৩৮৩, হাদীস নং ৩৮৩৬, আদ্দুররুল মানসূর, খন্ডঃ ৬, পৃঃ ২৭। আললাতাইফ, পৃঃ ১৬১)

ফায়দাঃ

যেহেতু পূর্ণ রাতেই মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ক্ষমা করা, আশা পূরণ করা ও প্রার্থনাকারীর চাহিদা মেটানোর ঘোষণা করা হয়, তাই এ রাতে বিনিদ্র থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং উভয় জাহানের সফলতার জন্য কেঁদে কেঁদে বেশি বেশি দু'আ করা উচিত।

এই রাতে দু'আ কবুল হয়

১৫ নং হাদীস (হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.)

عن ابن عمر قال :خمس ليال لاترد فيهن الدعاء ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيدين.

অনুবাদঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পাঁচটি রাত এমন রয়েছে, যাতে বান্দার কোন দু'আ ফেরৎ দেয়া হয়না। এক. জুম'আর রাত। দুই. রজব মাসের প্রথম রাত। তিন. শা'বানের মধ্য রাত। চার. পাঁচ, দুই ঈদের রাত। (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকু, হাদীস নং ৭৯২৭)

১৬ নং হাদীস (হাদীসে ইমাম শাফেয়ী রহ.)

عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال " :وبلغنا أنه كان يقال :إن الدعاء يستجاب في خمس ليال فى ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، و أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان وقال :وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا.

অনুবাদঃ হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেনঃ আমাদের কাছে হাদীস পৌঁছেছে যে, পাঁচটি রাতে দু'আ (বেশী বেশী) কবুল করা হয়। (১) জুম'আর রাত (২) 'ঈদুল আযহার রাত (৩) 'ঈদুল ফিতরের রাত (৪) রজব মাসের প্রথম রাত এবং (৫) শা'বানের ১৫ তম রাত তথা শবে বরাত। এই বর্ণনার পর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেনঃ এসব রাতে দু'আ কবুল হওয়া সংক্রান্ত যা কিছু উল্লেখ করা হলো তার সবগুলোই আমি মুস্তাহাব মনে করি। ফরয নয়। (কিতাবুল উম্ম, খন্ডঃ ১, পৃঃ ২৩১। আস সুনাসুল কুবরা, খন্ডঃ৩.পৃঃ ৩১৯। মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, খন্ডঃ ৫পৃঃ ১১৮-১১৯, হাদীস নং ৭০২৮,৭০৩১)

দীর্ঘ নফল পড়া

১৭ নং হাদীস (হাদীসে 'আলা আন আয়েশা রাযি.)

عن العلاء بن الحارث أن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت :قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه، فتحرك فرجعت فلما رفع رأسه من السجود و فرغ من صلاته قال :يا عائشة أو يا حميراء أظننت أن النبي قد خاس بك؟ قلت :لا والله يا رسول الله !ولكنى طننت أنك قبضت لطول سجودك، فقال :أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت :الله ورسوله أعلم، قال :هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل
يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم
المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كماهم.

(1) অনুবাদঃ হযরত 'আলা ইবনুল হারিস হতে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেনঃ এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে ওঠে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সেই নামাযে এতো দীর্ঘ সময় ধরে তিনি সিজদাবনত অবস্থায় পড়ে থাকলেন যে, আমার সন্দেহ হচ্ছিল, তিনি ইন্তে কালই করলেন কিনা?আমি উঠে গিয়ে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। আঙ্গুলটি নড়ে উঠলো। (আমি নিশ্চিত হলাম যে, তিনি জীবিত আছেন) আমি আপন স্থানে ফিরে এলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে মাথা উঠালেন এবং নামায শেষ করে এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি ভেবেছ যে, আল্লাহর নবী তোমার উপর কোন অবিচার করছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন কিছুই ভাবিনি। আমি বরং আপনাকে দীর্ঘ সময় সিজদায় দেখে ভয় পাচ্ছিলাম যে, আপনাকে আল্লাহ পাক উঠিয়ে নিলেন কিনা! অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জান আজকের এ রাতটি কোন রাত? আমি বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ রাতটি শা'বানের পঞ্চদশ রাত। এতে মহান প্রভু তাঁর বান্দাহদের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেন। ক্ষমাপ্রার্থীদের ক্ষমা করে দেন।
রহমতপ্রার্থীদের রহমত দান করেন।
অপর দিকে পরশ্রীকাতর ব্যক্তিদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেন। (শোয়াবুল ঈমান, খন্ড ও ওগীর, খন্ডঃ ২, পৃঃ ২৪২সীস নং ৩৮৩৫, জমউল জাওয়ামি', খন্ডমায়ার ১৮৫। আততারগীব,

ফায়দা

এ হাদীস দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, এ রাতে বিনিদ্র থেকে বেশী বেশী নফল নামায পড়া এবং আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা, গুনাহ থেকে পবিত্রতা, রিযিক ইত্যাদি সর্ব প্রকার বৈধ আকাংখাগুলো পেশ করতে থাকাই হলো মুমিনের দায়িত্ব।

সালাতুত্ তাসবীহ্

"সালাতুত তাসবীহএকটি স্বতন্ত্র নেক আমল। শবে বরাতের সাথে সম্পর্কিত কোন আমল নয়। তবে যেহেতু মানুষ এই রাতে (শবে বরাতে) বিশেষভাবে অধিক হারে 'ইবাদতের প্রতি উদ্যমী হয়ে ওঠে, তাই কেউ যদি সালাতুত্ তাসবীহকে এই রাতের বিশেষ 'ইবাদত মনে না করে আদায় করতে চায় তবে করতে পারে।

শবে বরাতের পরের দিন ১৫ই শা'বানের রোযা

১৮ নং হাদীস (হাদীসে আলী রাযি.)

عن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم :إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله ينزل

فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول :ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر

অনুবাদঃ হযরত আলী (রযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন শা'বানের ১৫তম রাত তোমাদের সম্মুখে এসে যায় তখন তোমরা সে রাতে নামায পড় এবং পরবর্তী দিনটিতে রোযা রাখ। কারণ সেদিন সূর্যাস্তের পর আল্লাহ পাক প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং (বান্দাহদের ডেকে) বলতে থাকেন আছ কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী যাকে আমি ক্ষমা করে দেব? আছ কি কোন রিযিক প্রার্থী যাকে আমি রিযিকের ব্যবস্থা করে দেব? আছ কি কোন বিপদগ্রস্ত যাকে আমি বিপদ মুক্ত করে দেব? এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত বলতেই থাকেন, আছ কি কেউ অমুক বস্তুর প্রার্থী? আছ কি কেউ অমুক বস্তুর প্রার্থী? আমি যার সকল মনোস্কামনা পূর্ণ করে দেব? (ইবনে মাযাহ, হাদীস নং ১৩৮৪, শোয়াবুল ঈমান, খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৮,৩৭৯, হাদীস নং ৩৮২২-৩৮২৩)(শবেবরাতের তত্ত্বকথা-পৃষ্ঠাঃ৩৫-৪৩)

শবে বরাতের পরের দিন শাবান মাসের ১৫ তারিখ। এ দিন অনেকে রোযা রেখে থাকেন। এ সম্পর্কে একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন। প্রতি চান্দ্র মাসে তিন দিন রোযা রাখা সুন্নত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, সাহাবীগণকেও মাসে তিন দিন রোযা রাখতে বলতেন। (দ্র. জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৬০; ৭৬৩)

সে হিসেবে মাসে তিন দিন রোযা রাখা সুন্নাত। এই তিন দিন মাসের শুরুতেও হতে পারে, মাঝেও হতে পারে, আবার শেষেও হতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু হাদীসে স্পষ্ট আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বিশেষভাবে মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ (যাকে আইয়ামে বীয বলা হয়) রোযা রাখতে বলেছেন। (দ্র. জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৬১; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৪৯; ফাতহুল বারী, ১৯৮১ নং হাদীসের আলোচনা)

এই হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে হাফেয ইবনে হাজার রাহ. বলেছেন, যে তিন দিনের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, সেই তিন দিন রোযা রাখাই সর্বোত্তম। (দ্র. ফাতহুল বারী,১৯৮১ নং হাদীসের আলোচনা)

সে হিসেবে প্রতি মাসের আইয়ামে বীযে রোযা রাখা সুন্নত। শাবান মাসও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই শাবান মাসের আইয়ামে বীযে (১৩, ১৪, ১৫) রোযা রাখাও সুন্নত। ১৫ তারিখ আইয়ামে বীযের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে ১৫ তারিখ রোযা রাখাও সুন্নত।

বাকি থাকল একটি বর্ণনায় বিশেষভাবে ও পৃথকভাবে ১৫ শাবান রোযা রাখার কথা বর্ণিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : সুনানে ইবনে মাজাহ, বর্ণনা ১৩৮৪) কিন্তু বর্ণনাটি শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্বল। শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্বল হওয়ার কারণে কেবল এই বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে ১৫ শাবানের রোযাকে পৃথকভাবে সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব মনে করা সঠিক নয় বলে মতামত দিয়েছেন মুহাক্কিক আলেমগণ।

তবে, যেমনটি পূর্বে বলা হল, ১৫ তারিখ আইয়ামে বীযের অন্তর্ভুক্ত—এ হিসেবে এই দিনের রোযাকে (১৩ ও ১৪ তারিখের রোযাসহ) নিঃসন্দেহে সুন্নত মনে করা যাবে।

মোটকথা, সর্বাবস্থায় শাবান মাসের ১৫ তারিখে রোযা রাখা যাবে। পূর্বের দুই দিন তথা ১৩ ও ১৪ তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে একসঙ্গে তিন দিন রোযা রাখা যেমন যাবে, তেমনি পৃথকভাবে কেবল ১৫ তারিখও রোযা রাখা যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তিন দিন রাখাই উত্তম।

এমনিভাবে ১৫ তারিখ আইয়ামে বীযের একটি দিন হিসেবে ১৫ তারিখের রোযাকে সুন্নতও মনে করা যাবে। কিন্তু পৃথকভাবে শাবান মাসের ১৫ তারিখ বিশেষ একটি দিন, সে হিসেবে পৃথকভাবে এ দিনে রোযা রাখা সুন্নত—এমন ধারণা রাখা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন, 'আরো একটি বিষয় হচ্ছে, শবে বরাত-পরবর্তী দিনে অর্থাৎ শাবানের পনেরো তারিখে রোযা রাখা। গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। হাদীসে রাসূলের বিশাল ভাণ্ডার হতে একটি মাত্র হাদীস এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, 'শবে বরাতের পরবর্তী দিনটিতে রোযা রাখ'। সনদ ও বর্ণনার সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। তাই এ দিনের রোযাকে এই একটি মাত্র দুর্বল হাদীসের দিকে তাকিয়ে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলে দেওয়া অনেক আলেমের দৃষ্টিতেই অনুচিত। তবে হাঁ, শাবানের গোটা মাসে রোযা রাখার কথা বহু হাদীসে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত রোযা রাখার যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। কিন্তু ২৮ ও ২৯ তারিখে রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বারণ করেছেন। ইরশাদ করেন, 'রমযানের দু-একদিন পূর্বে রোযা রেখো না।' যাতে রমযানের জন্য পূর্ণ স্বস্তির সাথে স্বতঃর্স্ফূভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। কিন্তু ২৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের রোযাই অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।

একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, শাবানের এই ১৫ তারিখ তো 'আইয়ামে বীয' এর অন্তর্ভুক্ত। আর নবীজী প্রতি মাসের আইয়ামে বীয এ রোযা রাখতেন। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি এই দুই বিষয়কে সামনে রেখে শাবানের ১৫ তারিখের দিনে রোযা রাখে যা 'আইয়ামে বীয' এর অন্তর্ভুক্ত, পাশাপাশি শাবানেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন, তবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই সে সওয়াব পাবে। তবে শুধু ১৫ শাবানের কারণে এ রোযাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুন্নত বলে দেওয়া অনেক আলেমের মতেই সঠিক নয়। আর সে কারণেই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব রোযার তালিকায় মুহাররমের ১০ তারিখ ও ইয়াওমে আরাফা (যিলহজ্জের ৯ তারিখ) এর কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ শাবানের ১৫ তারিখের কথা পৃথকভাবে কেউই উল্লেখ করেননি। বরং তারা বলেছেন, শাবানের যেকোনো দিনই রোযা রাখা উত্তম। সুতরাং এ সকল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কেউ রোযা রাখে, ইনশাআল্লাহ সে সওয়াব পাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে,

রোযা রাখার ব্যাপারে এ মাসের নির্দিষ্ট কোনো দিনের পৃথক কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।' —ইসলাহী খুতুবাত ৪/২৬৭-২৬৮

শবে বরাতের ফযীলত শবে কদরের সমান নয়

অনেকে মনে করেন শবে বরাতের ফযীলত শবে কদরের মতো। এ ধারণা সঠিক নয়। শবে বরাতের ফযীলত আপন জায়গায় স্বীকৃত, তবে তার ফযীলত শবে কদরের মতো নয়। কুরআন-হাদীসে শবে কদরের যত ফযীলত এসেছে শবে বরাত সম্পর্কে আসেনি। বিশেষত শবে কদরে কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার মতো বরকতময় ঘটনা ঘটেছে। এ ফযীলত অন্য কোনো রজনীর নেই।

আবার অনেকে মনে করেন কুরআন মজীদের সূরা দুখানে 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' বলে শবে বরাত উদ্দেশ্য। এ ধরাণাও সঠিক নয়। 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' বলে শবে কদর উদ্দেশ্য, সূরা কদরে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাই ভিন্ন কোনো ধারণা পোষণ করার সুযোগ নেই। (দ্রষ্টব্য : লাতায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ২৬৮; মাকালাতুল কাওছারী, পৃ. ৪৯-৫০;মাসিক আল কাউসার, বর্ষ-২০;সংখ্যা -২,)

দুর্বল হাদীসের উপর 'আমল

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা অন্ততঃ এতটুকু বুঝতে পারলাম যে, হযরত 'আলীর (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত উক্ত হাদীসটি দুর্বল মাত্র। মওযু' ও জাল হাদীস নয়। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, এ ধরনের য'ঈফ বা দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কিরূপ? এ সকল হাদীস দ্বারা "ইস্তেহবাব"তথা কোন আমল মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হয় কিনা?

বিষয়টি নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কারো নিকট দুর্বল হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় আর কারো নিকট হয় না।

তাই যাদের মতে এ সব দুর্বল হাদীস দ্বারা কোন আমল মুস্তাহাব বলে পরিগণিত হতে পারে না তাঁদের মতে শুধু এই হাদীসটির আলোকে শবে বরাতে বিনিদ্র থেকে নফল নামায পড়া, তওবা ইস্তেগফার করা, দু'আ করা ও পরবর্তী দিনে রোযা রাখা ইত্যাদি আমলসমূহ মুস্তাহাব হওয়াও প্রমাণিত হয় না। তবে ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোন থেকে এ দিনের রোজা তাঁদের নিকটও সুন্নত বা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে।

কেননা প্রথমতঃ শা'বান মাসের স্বতন্ত্র ফযীলত একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। দ্বিতীয়তঃ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখার বিশেষ ফযীলতের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দিন তিনটিকে পরিভাষায় "আইয়ামে বীযবলা হয়। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে রোযাটি তাঁদের নিকটেও সুন্নত এবং মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে। যদিও তা ১৫ই শা'বানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে নয়। তাই তাঁদের মতে রোযাটি এই নির্দিষ্ট নিয়ত ছাড়াই রেখে দেয়া চাই।

পক্ষান্তরে যে সকল আলেম দুর্বল হাদীসকেও কোন আমল মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ হিসেবে কার্যকর মনে করেন তাঁদের মধ্যে মুসলিম শরীফের "মুস্তাহাব"প্রমাণে য'ঈফ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার উদাহরণ প্রথম উদাহরণঃ ফিকহ্ শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় যে, আযান ধীরে ধীরে এবং ইক্বামত অপেক্ষাকৃত একটু তাড়াতাড়ি বলা মুস্তাহাব। এই ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম নববী (রহ.), মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম (রহ.) আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী আল-হাইতামী (রহ.), ইমাম আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহ.) ও শামছুদ্দীন আস্সাখাভী (রহ.) অন্যতম। তাছাড়া উম্মতে মুসলিমাও অদ্যাবধি এর উপর আমল করে আসছে।

বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত যে, কিয়াস দ্বারা যদি কোন আমলের মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হতে পারে তবে দুর্বল হাদীস দ্বারাতো আরো উত্তম রূপেই তা হওয়া উচিত। ফিকহ শাস্ত্রের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই নামাযের সুন্নত অধ্যায়ে 'ইশার নামাযের পূর্বে চার রাকাত নামায সুন্নত বা মুস্ত াহাব হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। অথচ এর স্বপক্ষে কোন দুর্বল হাদীসের সন্ধানও পাওয়া যায় না। প্রকৃত অর্থে যোহরের চার রাকাত সুন্নাতের উপর কিয়াস করেই এ চার রাকাতকে মুস্তাহাব বলা হয়ে থাকে। (আল-মাবসূত লিল ইমাম আস্সারাখসী, খন্ডঃ ১, পৃঃ ১৫৭)

সুতরাং যদি কিয়াস দ্বারা কোন আমলের মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হতে পারে তবে য'ঈফ

হাদীস দ্বারা তো উত্তমরূপে হওয়া উচিত। উপরন্ত হানাফি ও মালেকি মাযহাবে দুর্বল হাদীস কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য।

শবে বরাতের আমল সমূহ মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে চার ইমাম ও অন্যান্য ফুক্কাহায়ে কেরামের মন্তব্য

শা'বানের ১৫তম রাত্রিতে উল্লেখিত আমল সম্পর্কে ফিকহ শাস্ত্রের প্রায় প্রতিটি মাযহাবের বিভিন্ন গ্রন্থে ফুকাহায়ে কেরাম এই রাত্রের বিশেষ আ'মলকে সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব বলেছেন। নিম্নে তাঁদের কিছু উক্তি তুলে ধরা হলঃ

ফিকহে হানাফী

(১)শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) "মা-সাবাতা বিসসুন্নাহ"নামক কিতাবের ৩৬০ পৃষ্ঠায় শবে বরাতের আমল সম্বলিত বেশ কিছু হাদীস এবং কতিপয় তাবে'ঈর কিছু উক্তি উদ্ধৃত করেন। অতঃপর তিনি লিখেন:

সুতরাং উদ্ধৃত হাদীস সমূহের আলোকে শবে বরাতে বিনিদ্র থেকে 'ইবাদত করা মুস্তাহাব। ফযীলত সম্পর্কীয় আমল সমূহে এ ধরণের দুর্বল ইবাদত গ্রহণেযোগ্য হয়ে থাকে। ইমাম আওযায়ী' (রহ.) ও এমন মত সেমিস করেছেন।

(২)আদ্দুররুল মুখতার কিতাবে বিতর ও নফল নামায অধ্যায়ে (খন্ডঃ ২, পৃঃ ২৪, ২৫) বলা হয়েছে : "দুই ঈদের রাতে ও শবে বরাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুস্তাহাব।"

(৩)'আল-বাহরুর রায়েক্ব' কিতাবে বিতর ও নাওয়াফেল অধ্যায়ে (খন্ডঃ ২, পৃঃ ৫২) বলা হয়েছেঃ

একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রমযানের শেষ দশ রাত, দুই ঈদের রাত, জিলহজ্বের ১ম দশ রাত ও শা'বানের ১৫তম রাতে বিনিদ্র থেকে 'ইবাদত করা মুস্তাহাব আ'মালসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

ফাতহুল মু'ঈন শরহে মোল্লা মিসকীন (খন্ডঃ ১, পৃঃ ২৫৪) এবং আল্লামা আবুল ইখলাস

হাসান ইবনে 'আম্মার 'আশুরুম্বুলালী' এবং প্রান্ত টিকায় দুরারুল হুক্কাম (খন্ডঃ ১, পৃঃ ১১৭) এও অনুরূপ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪)আল্লামা শুরুম্বুলালী রচিত "মারাক্বীল ফালাহ 'আলা নূরিল ঈযাহগ্রন্থে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ অধ্যায় (পৃঃ ২১৯) উদ্ধৃত হয়েছে: শবে বরাতে বিনিদ্র থেকে 'ইবাদত করা মুস্তাহাব।

(৫)ইমাম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহ.) লিখেনঃ লাইলাতুল বরাতে জাগ্রত থেকে 'ইবাদতে মাশগুল থাকা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি নেই। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। আর সবগুলো হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রাতে অধিক পরিমাণ 'ইবাদত ও দু'আ করতেন।

এ সব হাদীস থেকে পরিস্কার বুঝে আসে যে, শবে বরাতে বেশী বেশী 'ইবাদত করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বাধীন। নামাযও পড়তে পারে কিংবা অন্য কোন 'ইবাদতও করতে পারে। যদি কেউ নামায পড়াকে প্রাধান্য দেয় তবে রাকাত, সূরা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সে স্বাধীন। যেভাবে হোক যত রাকাত হোক; সে পড়তে পারবে। তবে যে সকল ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে স্পষ্ট ভাষায় বা আকারে ইঙ্গিতে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় তা অবশ্যই বর্জনীয়। (আল আসারুল মারফুয়াহ ফী আখবারিল মাউযুয়াহ, পৃঃ ৭৩, ৭৪)

(৬)হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন: ১৫ই শা'বানের রাতে জাগ্রত থেকে 'ইবাদত করা উত্তম। গোপনে হোক কিংবা প্রকাশ্যে। তবে জমায়েত হয়ে নয়। (যাওয়ালুসসিনাহ, পৃঃ ১৭)

(৭)পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহ.) এই রাতের তাৎপর্য সংক্রান্ত কিছু হাদীস উল্লেখ করতঃ লিখেনঃ এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, এ রাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ ছাড়া সকল মুসলামানের জন্য নিম্নোক্ত আমল সমূহ সুন্নত হিসেবে প্রমাণিত হলঃ

(ক) রাতে বিনিদ্র থেকে নামায, যিকর এবং কুরআন

তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকা।

(খ) ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(গ) পরবর্তী দিনে রোযা রাখা।

তাই সাহাবায়ে কোরাম ও তাবে'ঈনে ইযাম এ রাতে জাগ্রত থেকে বিভিন্ন প্রকার মাসনূন আমলে লিপ্ত থাকতেন। যা বিভিন্ন প্রকার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। যেমনটি 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়্যাহ' -এর শেষাংশে লিখা হয়েছে। তাছাড়া মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জ মালেকী (রহ.) 'আল মাদখাল' নামক গ্রন্থের (খন্ডঃ ১, পৃঃ ২৯২, ২৯৩) এ লিখেনঃ সালাফে সালেহীন তথা পূর্ব যুগের আউলিয়াগণ এ রাতকে যথেষ্ঠ সম্মান করতেন এবং এর জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। (শবে বরাত, পৃঃ ৮)(শবে বরাতের তত্ত্বকথা-পৃষ্ঠাঃ ৫৪-৫৮)

ফিকহে শাফেয়ী'

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন: পাঁচটি রাতে বিশেষভাবে দু'আ কবুল হয়:

(১) জুম'আর রাত

(২) 'ঈদুল আযহার রাত

(৩) 'ঈদুল ফিতরের রাত

(৪) রজব মাসের প্রথম রাত ও

(৫) শা'বানের ১৫তম রাত।

(এরপর তিনি বলেনঃ) আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তা আমি মুস্ত াহাব মনে করি, ফরয নয়। (কিতাবুল উম্ম, খন্ডঃ ১, পৃঃ ২৩১)

ফিকহে হাম্বলী

ইবনে মুফলিহ হাম্বালী (রহ.) বলেনঃ মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বিনিদ্র থেকে নফল 'ইবাদত করা মুস্তাহাব। এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর অনেকে বলেন যে, ১০ই মুহাররাম, ১লা রজব ও ১৫তম শা'বানের রাত্রিতেও নফল 'ইবাদত করা মুস্তাহাব। (আল মাবদা' লি ইবনে মুফলিহ আল হাম্বলী, খন্ডঃ ২, পৃঃ ২৭)

আল্লামা মানসুর আল বাহুতী আল হাম্বলী রচিত 'কাশশাফুল ক্বিনা আন মাতনিল ইকুনা' (খন্ডঃ ১, পৃঃ ৪৪৫) নামক গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ শা'বান মাসের ১৫তম রাতে জাগ্রত থেকে 'ইবাদত করা দুই 'ঈদের রজনীতে ইবাদত করার অনুরূপ মুস্তাহাব।

ফিকহে মালেকী

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্ব মালেকী রহ. (ইন্তেকাল ৭৩৭ হিঃ) স্বীয় "আল মাদখালগ্রন্থে লিখেনঃ সুতরাং এ রাতটি যদিও লাইলাতুল কুদর নয় তথাপিও তা অত্যন্ত সম্মানিত ও অধিক বরকতময়। সালাফে সালেহীন (রহ.) এই রাতটিকে খুব সম্মান করতেন এবং এই রজনী আগমন করার পূর্বেই এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। অতএব, এই রাতের সাক্ষাৎ এবং এর সম্মান রক্ষার্থে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ অবস্থায় এই রাতটি তাদের নিকট উপস্থিত হত। দ্বীন ও শরীয়তের নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধই এ কথার পরিচায়ক। যা • পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এটাই হচ্ছে এ রাত্রের প্রতি শরীয়ত বিধিত সম্মান প্রদর্শন। (আল মাদখাল, খন্ডঃ ১, পৃঃ ২৯২,২৯৩)।

গায়রে মুকাল্লিদীন

শায়খ আব্দুর রহমান মোবারক পুরী (রহ.) তিরমিযী শরীফের ব্যখ্যা গ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযী"তে (খন্ডঃ ৩, পৃঃ ২৬৭) শবে বরাতের তাৎপর্য সম্বলিত একাধিক হাদীস বর্ণনা করে লিখেন:

এসব হাদীস তাদের বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ যারা এ মাসের তাৎপর্য ও ফযীলতকে ভিত্তিহীন মনে করে।

এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের আরো বহু স্পষ্ট উক্তি রয়েছে যা উল্লেখিত বিষয়ে আমার আরবী গ্রন্থ "আসসারাহা"-এ উদ্ধৃত হয়েছে। সংগত কারণে এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় তা উল্লেখ করা হয়নি।(শবে বরাতের তত্ত্বকথা-পৃষ্ঠাঃ ৫৮-৬০)

১৫ই শা'বানের রোযা সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত

হানাফী আলেমগণের মতামত

(১) হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (কুদ্দিসা সিররূহু) বলেন: শা'বান মাসের ১৫তম দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। (যাওয়ালুসসিনাহ, পৃঃ ১০)

(২) মুফতীয়ে আ'যম হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহ.) রোযাকে "শা'বানের ১৫তম তারিখের সুন্নত আমল সমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন।"(শবে বরাত, পৃঃ ৮)

(৩) আল্লামা কুতুবুদ্দীন মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাযাহেরে হক-এর ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৪ এ ১৫ই শা'বানের রোযাকেও পুরো বছরের মাসনূন রোযার তালিকাভুক্ত করেছেন। তিনি লিখেনঃ আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, সারা বছরে সুন্নত রোযা সমূহের সংখ্যা মোট একান্নটি। তম্মধ্যে তেত্রিশটির কথাত উল্লেখ করাই হল। অর্থাৎ প্রতি মাসে তিনটি করে এগারো মাসে (রমযান ছাড়া) তেত্রিশটি। নয়টি জিলহজ্ব মাসের ১ম তারিখ হতে নবম তারিখ পর্যন্ত। একটি আশুরার দিনের রোযা।একটি আশুরার পূর্ববর্তী দিনের রোযা। একটি হল শাবান মাসের ১৫তম তারিখের রোযা। আর বাকী ছয়টি শাওয়াল মাসের রোযা।

মালেকী আলেমগণের মতামত

শায়খ দারদীর মালেকী বলেন: "শা'বানের পনের তারিখের রোষা মুস্তাহাব।(শারহুসসাগীর আলা-আকরাবিল মাসালিক, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৬৯২)

হাম্বলী আলেমগণের মতামত

(১) শায়খ মারদাবী আল-হাম্বলী, স্বরচিত গ্রন্থ আল ইনসাফে (কিতাবুস সাওম, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৩৪৭) উল্লেখ করেন যে, শায়খ ইবনুল জাওযী (রহ.) "আসবাবুল হিদায়া"নামক কিতাবে আশহুরে হুরুম এবং গোটা শা'বান মাসের রোযাকে মুস্তাহাব বলেছেন। শায়খ মাজদও এ কথাই বলেন। "আল- মুস্তাও'ইবগ্রন্থেও তাই লিখা আছে। তিনি আরো বলেন যে, শা'বানের রোযা সমূহের মধ্যে পনের তারিখের রোযা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(২) ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) ১৫তম শা'বানের রোযা সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখ করে ঈমানী চেতনায় ভরা একটি কবিতায় বলেনঃ

فقم ليلة النصف الشريف مصليا

فأشرف هذا الشهر ليلة نصفه

فكم من فتى قد بات في النصف آمنا

وقد نسخت فيه صحيفة حتفه

فبادر بفعل الخير قبل انقضائه

وحاذر هجوم الموت فيه بصرفه

وصم يومها الله وأحسن رجاءه

لتظفر عند الكرب منه بلطفه

-শবে বরাতের পবিত্র রজনীতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাক। কারণ এ মাসের সর্বোত্তম রাত্রটি হল এই শবে বরাত।
-কত যুবক এ রাতটিতে আরাম করে ঘুমিয়ে থাকে, এদিকে তার মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করা হচ্ছে। (অথচ তার কোন খবর নেই)

-সুতরাং জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পূর্বেই পুণ্যের দিকে ধাবিত হও এবং জীবন ফুরিয়ে যাবার পূর্বে মৃত্যুর বিভীষিকাকে ভয় করো।
- আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এই দিনে রোযা রাখ। তাঁর কাছে উত্তম বস্তু লাভের আশা রাখ। যাতে তাঁর করুণায় মৃত্যুর বিভীষিকাময় অবস্থাতেও কৃতকার্য হতে পার। (আললাতাইফ, পৃঃ ১৬৬)

এই রাতের বরকত থেকে যারা বঞ্চিত

হাদীসে যেমনিভাবে এ রাতের বহুবিধ ফযীলত ও বরকতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তেমনিভাবে এমন কিছু গুনাহের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যাতে লিপ্ত ব্যক্তিরা এর সকল প্রকার ফযীলত ও বরকত হতে মাহরুম ও বঞ্চিত থেকে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে সকল গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন

নিম্নে হাদীসের আলোকে সেসব গুনাহগুলো চিহ্নিত করা হল। ফলে তা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য সহজ হবে।

১৯ নং হাদীস (হাদীসে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি.)

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :يطلع الله
:عزوجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده إلا لاثنين
مشاحن و قاتل نفس

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ১৫ই শা'বান রজনীতে আল্লাহ পাক তাঁর

বান্দাহদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। এরপর তাদের ক্ষমা ঘোষণা করেন। কিন্তু দু'ধরনের হতভাগাদের তিনি ক্ষমা করেন না। (১) অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণকারী (২) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী। (মুসনাদে আহমাদ, খন্ডঃ ২, পৃষ্ঠা: ১৭৬, হাদীস নং ৬৬৪২। মাজমাউয যাওয়াইদ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৫। আততারগীব, খন্ডঃ ২, পৃঃ ২৪২)

২০ নং হাদীস (হাদীসে আতা ইবনে ইয়াসার রহ.):

عن عطا بن يسار رحمه الله تعالى قال: ما من ليلة بعد ليلة

القدر أفضل من ليلة

،النصف من شعبان، ينزل الله فيها إلى السماء الدنيا، فيغفر لعباده كلهم إلا مشرك، أو مشاحن .أو قاطع رحم

অনুবাদ: হযরত 'আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.) বলেনঃ লাইলাতুল ক্বদর ব্যাতিত অন্য কোন রাত শবে বরাত হতে উত্তম নয়। এ রাতে আল্লাহ পাক প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং মুশরিক, হিংসুক ও আত্মীয়তার পার ছিন্নকারী ছাড়া (ক্ষমা প্রার্থনাকারী) সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। (আললাভাইফ, পৃঃ ১৬২। মাসাবাতা বিসসুন্নাহ্ পৃঃ ৩৫৫)

২১ নং হাদীস (হাদীসে আয়েশা রাযি.)

عن عائشة رضى الله عنها في حديث طويل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أتاني جبرائيل عليه السلام فقال :هذه الليلة ليلة النصف من شعبان

ولله فيها عتقاء من النار بقدر شعور غنم كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك، ولا

إلى مشاحن، ولا إلى قاطع رحم، ولا إلى مسبل، ولا إلى عاق لوالديه، ولا إلى مدمن

،خمر، ثم قالت :وسمعته يقول في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك أعوذ

منك جل وجهك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .فلما أصبح ذكرتهن له، فقال :يا عائشة تعلتهن؟ فقلت نعم، فقال :تعلميهن وعلميهن، فإن جبريل عليه السلام علمنيهن وأمرني أن أرددهن في

السجود.

অনুবাদ: একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত আয়েশা (রযি.) বলেনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আজ হযরত জিব্রাইল (আ.) আমার কাছে এসে বললেনঃ (হে রাসূল!) আজ শা'বানের পনেরতম রজনী। এ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা বনু কালব গোত্রের বকরীর পশম পরিমাণ বান্দাহদের (ক্ষমা করে) জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তি দেন। অপর দিকে মুশরিক, হিংসা পোষণকারী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, অসভ্য, মাটিতে কাপড় হেঁচড়ে বিচরণকারী পুরুষ, পিতা মাতার অবাধ্য এবং মদ্যপানকারীর প্রতি তাকিয়েও দেখেন না।

এরপর হযরত আয়েশা (রযি.) বলেনঃ আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেজদায় এ দু'আ করতে শুনেছিঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার করুণা ও দয়ার দোহাই দিয়ে তোমার ভয়ংকর শাস্তি হতে পরিত্রান চাই। তোমার সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে তোমার ক্রোধ হতে মুক্তি চাই।
হে প্রভু! তোমার মহত্ব ও অতিশয় সৌন্দর্যের শপথ! আমি একমাত্র তোমার আশ্রয়ই কামনা করি। (হে প্রভু!) আমি তো তোমার গুণগান তেমন করে গাইতে সক্ষম নই যেমন করে তুমি নিজেই তোমার গুণকীর্তন করেছ।

হযরত আয়েশা (রযি.) বলেনঃ সকালে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সে দু'আটি পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বললেনঃ তুমি দু'আটি মুখস্ত করে নিয়েছ? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন তিনি বললেনঃ তুমি নিজেও তা স্মরণ রেখো এবং অপরকেও তা শিক্ষা দিও। হযরত জিব্রাইল (আ.) আমাকে এ দু'আ তা'লীম দিয়েছেন এবং তা সেজদায় বার বার পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (শোয়াবুল ঈমান খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৩৮৩-৩৮৫, হাদীস নং ৩৮৩৭। আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ডঃ ২, পৃঃ ২৭১ ও খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১২২-১২৩। আদ দুররুল মানসূর, খন্ডঃ ৬, পৃঃ ২৭)

উল্লেখিত রিওয়ায়াত সমূহে যেসব গুনাহের বর্ণনা এসেছে তা হলোঃ

(১) শিরক। (২) আত্ম হত্যা। (৩) হিংসা। (৪) রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিন্ন করা। (৫) পুরুষদের পায়ের গিরার নীচে কাপড় পরিধান করা। (৬)পিতা-মাতার নাফরমানী করা। (৭) শরাব পানে মত্ত থাকা।

অতএব, প্রতিটি মুসলমানের জন্যই এ সকল গুনাহ এড়িয়ে চলা চাই। আর যদি কারো দ্বারা এ ধরনের কোন গুনাহ সংঘটিত হয়েও যায় তবে তাৎক্ষনিকভাবে তা থেকে তওবা করে নেয়া উচিত।উপরোল্লেখিত বর্ণনা ছাড়াও আরো কিছু গুনাহের কথা হাদীস সমূহে দেখা যায় যা আমি অন্য একটি গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

আল্লাহপাক আমাদেরকে সকল প্রকার পাপাচার হতে মুক্ত থাকার তৌফীক দান করুন এবং শবে বরাতের সর্ব প্রকার ফযীলত ও বরকত লাভে ধন্য করুন। আমীন।(শবে বরাতের তত্ত্বকথা-পৃষ্ঠাঃ ৬০-৬৭)

শবে বরাতে যেসব কাজ করা বিদ'আত ও নিষিদ্ধ

যে কোন মুবারক তথা বরকতময় স্থান, এবং ফযীলত ওয়ালা সময় কিংবা 'ইবাদতে শয়তানের প্রচেষ্টা থাকে আদম সন্তানকে সেসব ফযীলত ও বরকত থেকে বঞ্চিত করা। আর এ দুরভিসন্ধি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই সে এসব কাজে অতি সতর্কভাবে কিছু বিদ'আত ও মনগড়া বিষয় ঢুকিয়ে দেয়। এরপর এসব বিদ'আতকে সে এমনভাবে সাজিয়ে তোলে যে, কিছু লোক গোড়ামীর কারণে আর কিছু লোক নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার কারণে অতি দ্রুত আটকে যায় এসব শয়তানী ধোকার বেড়াজালে। ফলে সওয়াব আর পূণ্যের বদলে ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি ও অকল্যাণের বোঝা ক্রয় করে নেয়। "শবে বরাত"ও সেসব বিদ'আত এবং নব আবিষ্কৃত বিষয়াদী থেকে মুক্ত থাকেনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুপম আদর্শ ত্যাগ করে আশ্চর্য ধরনের কতগুলো অনর্থক কার্যাবলী বানিয়ে নেয়া হয়েছে। শুধু কি তাই? উপরন্তু সেগুলোকে আবার ফরয ও ওয়াজিবের মত গুরুত্বও দেয়া হয়েছে এবং অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এ রাতে কোনো নোংরা ও গর্হিত কাজ করা অনুচিত। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যা ক্ষতিকর এবং ভীতি সৃষ্টি করে, তা পরিহার করা ইসলামে স্বীকৃত।
নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি। যাতে এগুলো থেকে সহজে বেঁচে থাকা যায়।

আতশবাজি ও পটকা ফোটানো: সমাজের একটা শ্রেণি আছে, যারা এ রাতে মাথায় টুপি ও হাতে তসবিহ নিয়ে আতশবাজি ছোড়ে এবং পটকা ফোটায়। অথচ এর মাধ্যমে সমাজে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বৃদ্ধ ও শিশুরা ভয়ে বের হতে পারে না। এর কারণে যেখানে-সেখানে অগ্নিকান্ড ও ঘটতে পারে। তাই এসব করা ইসলামস্বীকৃত নয়।এই আতশবাজী কেবল একটি

অহেতুক গুনাহের কাজই নয়, বরং এর দুনিয়াবী কুফল আর অসারতাও আমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান।

আলোকসজ্জা করা: কোনো কোনো অঞ্চলে এ রাতে অনেক বাড়িঘর, মসজিদ ও ধর্মীয় স্থাপনা আলোকসজ্জার মাধ্যমে সাজানো হয়। অথচ এগুলোর সঙ্গে এ রাতের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা অপচয় কোরো না, নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই।’ (সুরা বনি ইসরাইল)

ইবরাহীম (রহ.) বলেনঃ এ রাতে অধিক আলোকসজ্জা করার বিষয়টি "বারামেকাহ" নামীয় একটি সম্প্রদায় থেকে আরম্ভ হয়েছে। এরা বাস্তবে অগ্নিপূজারী ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তারা এ প্রথাগুলো ইসলামে প্রবেশ করায়, যাতে তারা মুসলমানদের সাথে নামায পড়তে গিয়ে আগুনকে সেজদা করতে পারে। এরপর হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে তাদের প্রকৃত হেদায়েত প্রাপ্ত ইমামগণ জোর চেষ্টা-তদবীর চালিয়ে মিশর ও শাম দেশ হতে এ প্রথা উঠিয়ে দেয়।

শিরনি বা তাবাররুকঃশহরের অনেক মসজিদেই মসজিদ কমিটি বা মহল্লার যুবক ছেলেরা দলবদ্ধভাবে চাঁদা উঠিয়ে (যা অনেকের কাছ থেকে জোর পূর্বকও আদায় করা হয়) গরু বা খাসি জবাই করে বিরিয়ানী বা শিরনি পাকিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে তাবাররুক নামে বিতরণ করে। এ ধরণের কাজেরও কোন প্রমাণ শরীয়তে নেই। পক্ষান্তরে এতে অনেক অনিষ্টতাও আছে। যেমনঃ

১। অনেকের নিকট হতে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা হয়। অনেক লোক অনিহা সত্ত্বেও লজ্জায় পড়ে চাঁদা দিয়ে থাকে। অথচ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ কোন মুসলমানের সম্পদ (অন্যের জন্য) তার সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল নয়।

২। শিরনি বা তাবাররুকের আয়োজকগণ সারা রাত এ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন 'ইবাদত করার সুযোগ পায় না।

৩। তাদের শোর গোলের কারণে অন্যদের 'ইবাদতে মন বসে না।

৪। অনেকে রোযা রাখার ইচ্ছা থাকলেও বিরিয়ানী বা তাবাররুক ফজরের নামাযের পর দেয়ায় তা আর রাখা হয় না।

৫। অনেক অবাঞ্ছিত অথর্ব লোকও শিরনি লাভের আশায় মসজিদে প্রবেশ করে। অনেক ক্ষেত্রে বিধর্মীরা পর্যন্ত শিরনির লোভে এতে শরিক হয়।

৬। এর চাইতেও মারাত্মক ব্যাপার হলো এই যে, শিরনি আর তাবাররুক বন্টনকালে অনেক জায়গায় হাতাহাতি-মারামারি এরপর রক্তক্ষয়ী লড়াই পর্যন্ত হতে দেখা যায়। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।আমিন

মাইকে কুরআন তিলাওয়াত

অনেকে বাড়ীতে ও দোকানে লোকদের এনে মাইকে খতমে কুরআনের ব্যবস্থা করে। ইদানিং কোন কোন মসজিদেও এমনটি হতে দেখা যায়। প্রথমতঃ এটা টাকার বিনিময়ে হয়ে থাকে, যাতে বিন্দুমাত্র সওয়াবের আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এরা এতো দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করে যে, অধিকাংশ শব্দই অস্পষ্ট থেকে যায় এবং উচ্চারণও সহীহ হয় না। ফলে হাদীসের ভাষায় এরা কুরআন তিলাওয়াত করেও সওয়াবের বদলে অভিশাপ কুড়ায়। এ ছাড়া বিনা প্রয়োজনে মাইকে কুরআন তিলাওয়াত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, এতে রুগীদের কষ্ট হয়, 'ইবাদতকারীদের 'ইবাদতে বিঘ্নতা ঘটে। এ ছাড়া রিয়া আর প্রদর্শণী আর লৌকিকতার মতো মারাত্মক গোনাহের কারণতো আছেই।

হালুয়া-রুটি তৈরি করা: লোকমুখে প্রচলিত আছে শবে বরাতের কাই কার ঘরে নাই। আসলে এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। কারণ হালুয়া-রুটির সঙ্গে এ রাতের কোনো সম্পর্ক নেই।

হালুয়া প্রথাটিও এমনভাবে স্থান করে নিয়েছে যে, হালুয়া না বানালে যেন শবে বরাত-ই পালন করা হয় না। অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। কোন ফরয ব ওয়াজিব ছুটে গেলেও এতো আফসোস আর হা-হুতাশ করা হয় না যতটা হয় হালুয়া ছুটে যাওয়ার কারণে। কেউ এ প্রথা অনুযায়ী হালুয়া না পাকালে তরে তো সারা। তাকে বখীল, কৃপণ, কঞ্জুস যা ইচ্ছে তাই বলে লজ্জা দেয়া হয়। ফলে অনেক অসারতা পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ (এক) নিঃস্প্রয়োজনীয় একট বিষয়কে অত্যাবশ্যকীয় মনে করা। (দুই) অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি ইত্যাদি।

এই হালুয়া প্রথা চালু করার মানসে কিছু মনগড়া রেওয়াইতও (জাল হাদীস) বের করা হয়েছে। কেউ বলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যখন দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছিল তখন তিনি হালুয়া ভক্ষণ করে ছিলেন। শবে বরাতের হালুয়া তারই স্মরণে তৈরী করা হয়। কেউ বলে, হযরত হামযা (রযি.) এই দিনে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাই তার ফাতেহা পালনের লক্ষ্যে হালুয়া বানানো হয়।

মসজিদে জমায়েত হয়ে হৈ চৈ করা

রাত জেগে 'ইবাদত করার উদ্দেশ্যে যদি কাকতালীয়ভাবে দু-চারজন মানুষ মসজিদে জমায়েত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার অথবা নামাযে মশগুল থাকে তবে তা কোন দোষের কথা নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে এ বিষয়টি এমন একটি অবস্থায় পৌছেছে যে, তা প্রতিহত করা একান্ত প্রয়োজন।

গোরস্তানে মেলা বসানো

এসব বর্জনীয় রসম সমূহের অন্যতম একটি হল, মানুষ এ রাতে বিভিন্ন কবরস্থান, মাজার ইত্যাদিতে গিয়ে মেলা বসায় এবং বাতি জ্বালায়। বহু দূর থেকেও মানুষ সফর করে আসে। এরপর ঘোরা ফেরা করে, বিভিন্ন প্রকার তামাশা দেখে এ মুল্যবান সময়টা নষ্ট করে দেয়। এসবই গুনাহের কাজ। প্রত্যেক মুসলামানের তা পরিহার করা উচিৎ। মোটকথা, এ রাতের সুন্নত আমল কেবল পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলোই।

এ ছাড়া যা কিছু রয়েছে তা কেবল মানুষের মনগড়া আবিস্কৃত বিদ'আত ও হারাম, যা ইহ ও পরকালীন অকল্যাণই বয়ে আনে। এর চাইতে উত্তম হবে সারা রাত আরামে ঘুমিয়ে ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা। উপরোক্ত সব আলোচনার সার কথা হল যে, মুসলমানদের উচিৎ এ মূল্যবান সময়ের কদর করা এবং বিভিন্ন 'ইবাদতের মাধ্যমে লাভবান হওয়া। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সেসব গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখা যা পূন্যের কাজ মনে করে করা হয়।(বিস্তারিত:শবে বরাতের তত্বকথাঃপৃষ্ঠা:৬৬-৭৩)

শবে বরাতের রাতে গোসল করার বিদআত

এই রাতে গোসল করেন অনেকে। তাদের বিশ্বাস গোসলের প্রত্যেক পানির ফোটায় ফোটায় ৭০টা গুনাহ ঝড়ে পরে আর ৭০০ সওয়াব লিখা হয়। এই শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর থেকে পানি পড়তে থাকবে ততক্ষণ পাপ ঝরে যেতে থাকবে। তাই প্রচন্ডশীত কালেও বিশেষ করে মহিলারা এই রাত্রে গোসল করে ভিজা কাপড় নিয়ে থাকেন। বিশেষ করে মাথা মুছেন না। ভেজা চুল থেকে যত পানি পড়বে সেগুলো পাপ মুছে দিবে। এমন অদ্ভুত বানোয়াট একটা বিশ্বাস অনেকে পোষণ করেন। আসতাগফিরুল্লাহ! আসলে তাদের উদ্দেশ্য ভাল। পাপ ঝরানোর জন্য মাঘ মাসের শীতের রাতেও মানুষ পুকুরে ডুব দেয়। কিন্তু এইরকম কোনো গোসলের ফজিলতের কথা ইসলাম ধর্মে নাই। পাপ মোচনের জন্য এমন উদ্ভট সিসটেম ইসলামে নাই।

শবে বরাত বিষয়ক জাল হাদীসঃ

হাদীসের নামে জালিয়াতি বার চাঁদের সালাত ও ফযীলত ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.) শবে বরাআত বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তার মধ্যে নিম্নে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল।

১. মধ্য শাবানের রাত্রির বিশেষ মাগফিরাত

এ বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।

এ অর্থের হাদীস কাছাকাছি শব্দে ৮ জন সাহাবী: আবূ মূসা আশআরী, আউফ ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, মুয়ায ইবনু জাবাল, আবু সালাবা আল-খুশানী, আবূ হুরাইরা, আয়েশা ও আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।[1] এ সকল হাদীসের সনদ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা উপর্যুক্ত গ্রন্থে করেছি। এগুলোর মধ্যে কিছু সনদ দুর্বল ও কিছু সনদ হাসানপর্যায়ের। সামগ্রিক বিচারে হাদীসটি সহীহ। শাইখ আলবানী বলেন, হাদীসটি সহীহ। তা অনেক সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা একটি অন্যটিকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করে।...[2]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রিটি একটি বরকতময় রাত এবং এ রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। কিন্তু এ ক্ষমা অর্জনের জন্য শিরক ও বিদ্বেষ বর্জন ব্যতীত অন্য কোনো আমল করার প্রয়োজন আছে কি না তা এই হাদীসে উল্লেখ নেই।

২. মধ্য শাবানের রাত্রিতে ভাগ্য লিখন

কিছু কিছু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ রাত্রিতে ভাগ্য অনুলিপি করা হয় বা পরবর্তী বছরের জন্য হায়াত-মউত ও রিযক ইত্যাদির অনুলিপি করা হয়। হাদীসগুলোর সনদ বিস্তারিত আলোচনা করেছি উপর্যুক্ত পুস্তকটিতে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলো অত্যন্ত দুর্বল অথবা বানোয়াট। এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয় নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে এবং আমি তো সতর্ককারী। এ রজনীতে প্রত্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।[3]

এ বাণীর ব্যাখ্যায় তাবিয়ী ইকরিমাহ, বলেন, এখানে মুবারক রজনীবলতে মধ্য শাবানের রাতকেবুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ বলেন, এ রাতে গোটা বছরের সকল বিষয়ে ফয়সালা করা হয়।[4]

মুফাস্সিরগণ ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেন নি। ইমাম তাবারী বিভিন্ন সনদে ইকরিমার এ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করার পরে তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইকরিমার এ মত ভিত্তিহীন। তিনি বলেন যে, সঠিক মত হলো, এখানে মুবারক রজনীবলতে লাইলাতুল কদর-কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ যে রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন সে রাত্রিকে এক স্থানে লাইলাতুল কদর: তাকদীরের রাতবা মর্যাদার রাতবলে অভিহিত করেছেন[5]। অন্যত্র এ রাত্রিকেই লাইলাতুম মুবারাকাবা বরকতময় রজনীবলে অভিহিত করেছেন। এবং এ রাত্রিটি নিঃসন্দেহে রামাদান মাসের মধ্যে; কারণ অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন।[6] এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মুবারক রজনী রামাদান মাসে, শাবান মাসে নয়।[7]

পরবর্তী মুফাস্সিরগণ ইমাম তাবারীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মুবারক রজনীবলতে এখানে মহিমান্বিত রজনীবা লাইলাতুল কদরবুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে লাইলাতুম মুবারাকাএবং লাইলাতুল কদরএকই রাতের দুটি উপাধি। দুটি কারণে মুফাস্সিরগণ ইকরিমার তাফসীরকে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন:

(ক) ইকরিমার মতটি কুরআনের সুস্পষ্ট বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন। অন্যত্র বলেছেন যে, একটি মুবারক রাত্রিতে ও একটি মহিমান্বিত রাত্রিতে তিনি কুরআন নাযিল করেছেন। এ সকল আয়াতের সমন্বিত সুস্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ রামাদান মাসের এক রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছেন এবং সে রাতটি বরকতময় ও মহিমান্বিত। মুবারক রজনীকে শবে বরাত বলে দাবী করলে এ আয়াতগুলোর স্পষ্ট অর্থ বিভিন্ন অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করতে হয়।

(খ) বিভিন্ন সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা মুবারক রজনী-র ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ রাতটি হলো লাইলাতুল কদরবা মহিমান্বিত রজনী। সাহাবীগণের মধ্য থেকে ইবনু আববাস (রা) ও ইবনু উমার (রা) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তাবিয়ীগণের মধ্যে থেকে আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামী (৭৪ হি), মুজাহিদ বিন জাবর (১০২ হি), হাসান বসরী (১১০ হি), ক্বাতাদা ইবনু দিআমা (১১৭ হি) ও আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম মাদানী (১৮২ হি) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থ লাইলাতুল কদর।[8]

৩. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে দোয়া-মুনাজাত

মধ্য শাবানের রজনীর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলোতে এ রাত্রিতে সাধারণভাবে দোয়া করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ রাতে দোয়া করা, আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আকুতি জানার্ধারিত সালাত ও দোয়া

মধ্য শাবানের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণিত কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে সালাত আদায় ও দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস এ রাত্রির সালাতের জন্য কোনো নির্ধারিত রাকআত, নির্ধারিত সূরা বা নির্ধারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয় নি। শুধু সাধারণভাবে এ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ আদায় ও দোয়া করার বিষয়টি এ সকল হাদীস থেকে জানা যায়। এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলো প্রায় সবই বানোয়াট। দু-একটি হাদীস দুর্বল হলেও বানোয়াট নয়।

৫. নির্ধারিত রাকআত, সূরা ও পদ্ধতিতে সালাত

শবে বরাত বিষয়ক অন্য কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে বিশেষ পদ্ধতিতে, বিশেষ সুরা পাঠের মাধ্যমে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রাকআত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা উল্লেখ করা

হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এই অর্থে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট। হিজরী চতুর্থ শতকের পরে রাসুলুলাহ (ﷺ) -এর নামে বানিয়ে এগুলো প্রচার করা হয়েছে। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি জাল ও বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করছি।

৬. ৩০০ রাকআত, প্রতি রাকআতে ৩০ বার সূরা ইখলাস

যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে প্রত্যেক রাকআতে ৩০বার সুরা ইখলাস পাঠের মাধ্যমে ৩০০ রাকআত সালাত আদায় করবে জাহান্নামের আগুন অবধারিত এমন ১০ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।হাদীসটি ইবনুল ক্বাইয়িম বাতিল বা ভিত্তিহীন হাদীস সমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[9]

৭. ১০০ রাকআত, প্রতি রাকআতে ১০ বার সুরা ইখলাস

মধ্য শাবানের রজনীতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন হিজরী চতুর্থ শতকের পরে মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ৪৪৮ হি. সনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথম এ রাত্রিতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন শুরু হয়।[10] এ সময়ে বিভিন্ন মিথ্যাবাদী গল্পকার ওয়ায়িয এ অর্থে কিছু হাদীস বানিয়ে বলেন। এ অর্থে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিই বানোয়াট ও ভিওিহীন।

এর প্রথমটি আলী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত: যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা ও ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে সে উক্ত রাতে যত প্রয়োজনের কথা বলবে আল্লাহ তায়ালা তার সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন। লাওহে মাহফুযে তাকে দুর্ভাগা লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরির্বতন করে সৌভাগ্যবান হিসেবে তার নিয়তি নির্ধারণ করা হবে, আল্লাহ তায়ালা তার কাছে ৭০ হাজার ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা তার পাপরাশি মুছে দেবে, বছরের শেষ পর্যন্ত তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখবে, এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা আদনজান্নাতে ৭০ হাজার বা ৭ লাখ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা জান্নাতের মধ্যে তার জন্য শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করবে এবং তার জন্য বৃক্ষরাজি রোপন করবে...। যে ব্যক্তি এ নামায আদায় করবে এবং পরকালের শান্তি কামনা করবে মহান আল্লাহ তার জন্য তার অংশ প্রদান করবেন।

হাদীসটি সর্বসম্মতভাবে বানোয়াট ও জাল। এর বর্ণনাকারীগণ কেউ অজ্ঞাত পরিচয় এবং কেউ মিথ্যাবাদী জালিয়াত হিসেবে পরিচিত।[11]

এ বিষয়ক দ্বিতীয় জাল হাদীসটিতে জালিয়াতগণ ইবনু উমার (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলেছে: যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে এক শত রাকআত সালাতে এক হাজার বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা তার কাছে ১০০ জন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, তন্মধ্যে ত্রিশজন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে, ত্রিশজন তাকে জাহান্নমের আগুন থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ প্রদান করবে, ত্রিশজন তাকে ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং দশজন তার শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে।

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের অধিকাংশ রাবী অজ্ঞাতপরিচয়। বাকীরা মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।[12]

এ বিষয়ক তৃতীয় জাল হাদীসটিতে মিথ্যাবাদীগণ বিশিষ্ট তাবিয়ী ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ আল বাকির (১১৫ হি) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরাতে বর্ণনা করেছে: যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাতে ১০০০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বেই মহান আল্লাহ তার কাছে ১০০ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন। ৩০ জন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে, ৩০ জন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবে, ৩০ জন তার ভুল সংশোধন করবে এবং ১০ জন তার শত্রুদের নাম লিপিবদ্ধ করবে।

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের কিছু রাবী অজ্ঞাতপরিচয় এবং কিছু রাবী মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।।[13]

১০০ রাকআত সংক্রান্ত এ বিশেষ পদ্ধতিটি হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন গল্পকার ওয়ায়িযদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং যুগে যুগে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে ভারতীয় ওয়ায়িযগণ এ সালাতের পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেক দু রাকআতের পরে তাসবীহুত তারাবীহর প্রচলন করেন এবং ১০০ রাকআত পূর্ণ হওয়ার পর কতিপয় সাজদা, সাজদার ভিতরে ও বাহিরে কতিপয় দোয়া সংযুক্ত করেছেন।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৬ হি) বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস সমুহের মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হলো, মধ্য শাবানের রাতে পঞ্চাশ সালামে ১০০ রাকআত সালাত আদায় করতে হবে। প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক দুই রাকআত পর তাসবীহুত তারাবীহপাঠ করবে, এর পর সাজদা করবে। সাজদার মধ্যে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর

সাজদা থেকে মাথা তুলবে এবং নবী (ﷺ) এর উপর দুরূদ পাঠ করবে ও কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করবে এবং তাতে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে।[14]

৮. ৫০ রাকআত

ইমাম যাহাবী এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হাদীস হিসেবে হাদীসটির বর্ণনাকারী অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আলমীলী আত তাবারীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। উক্ত মুহাম্মাদ বিন সাঈদ এ হাদীসটি তার মতই অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মদ বিন আমর আল বাজালী এর সনদে আনাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেনঃ যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ৫০ রাকআত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে যত প্রকার প্রয়োজনের কথা বলবে তার সবটুকুই পূরণ করে দেয়া হবে। এমনকি লাওহে মাহফুযে তাকে দুর্ভাগ্যবান হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে তাকে সৌভাগ্যবান করা হবে। এবং আল্লাহ তাআলা তার কাছে ৭ লাখ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার নেকী লিপিবদ্ধ করবে, অপর ৭ লাখ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মাণ করবে ..... এবং ৭০ হাজার একত্ববাদীর জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে...। ইমাম যাহাবী এ মিথ্যা হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যাক্তি এ হাদীসটি বানোয়াট করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত করুন।[15]

৯. ১৪ রাকআত

ইমাম বায়হাকী তাঁর সনদে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মধ্য শাবানের রাতে ১৪ রাকআত সালাত আদায় করতে দেখেছি। সালাত শেষে বসে তিনি ১৪ বার সূরা ফাতিহা, ১৪ বার সূরা ইখলাস, ১৪ বার সূরা ফালাক, ১৪ বার সূরা নাস, ১ বার আয়াতুল কুরসী এবং সূরা তাওবার শেষ দু আয়াত তিলাওয়াত করেন, এ সব কাজের সমাপ্তির পর আমি তাঁকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তুমি আমাকে যে ভাবে করতে দেখেছ এভাবে যে করবে তার আমলনামায় ২০টি কবুল হজ্জের সাওয়াব লেখা হবে এবং ২০ বছরের কবুল সিয়ামের সাওয়াব লিখা হবে। পরদিন যদি সে সিয়াম পালন করে তবে দু বছরের সিয়ামের সাওয়াব তার আমলনামায় লেখা হবে।

হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম বায়হাকী বলেন: ইমাম আহমাদ বলেছেন যে, এ হাদীসটি

আপত্তিকর, পরিত্যক্ত, জাল ও বানোয়াট বলে প্রতীয়মান। হাদীসটির সনদে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীগণ রয়েছে।[16]

অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার বিষয়ে ইমাম বাইহাকীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী ও ইমাম সুয়ুতী বলেন: হাদীসটি বানোয়াট, এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। .... সনদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন মুহাজির রয়েছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন: মুহাম্মদ বিন মুহাজির হাদীস বানোয়াট-কারী।[17]

১০. ১২ রাকআত, প্রত্যেক রাকআতে ৩০ বার সূরা ইখলাস

জালিয়াতগণ আবু হুরাইরা (রা) পর্যন্ত একটি জাল সনদ তৈরী করে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছে: যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে ৩০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই বেহেশতের মধ্যে তার অবস্থান সে অবলোকন করবে এবং তার পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে এমন দশ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

এ হাদীসের সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারীই অজ্ঞাত। এছাড়াও সনদের মধ্যে কতিপয় দুর্বল ও পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।[18]

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, মধ্য শাবানের রাতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সূরার মাধ্যমে নির্দিষ্ট রাকআত সালাত আদায় সংক্রান্ত হাদীস সমূহ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু কতিপয় নেককার ও সরলপ্রাণ ফকীহ ও মুফাস্সির তাঁদের রচনাবলিতে এগুলোর জালিয়াতি ও অসারতা উল্লেখ ছাড়াই এসকল ভিত্তিহীন হাদীস স্থান দিয়েছেন। এমনকি কেউ কেউ এগুলোর উপর ভিত্তি করে ফতোয়া প্রদান করেছেন ও তদনুযায়ী আমল করেছেন, যা পরবর্তীতে এ রীতি প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হি) মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায়ের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসগুলোর অসারতা উল্লেখপূর্বক বলেন, সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, যারা সুন্নাতের ইলমের সন্ধান পেয়েছেন তারা এগুলো দ্বারা প্রতারিত হন কি করে! এ সালাত চতুর্থ হিজরী শতকের পর ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে যার উৎপত্তি হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে। এব্যাপারে অসংখ্য জাল হাদীস তৈরী করা হয়েছে যার একটিও সঠিক বা

নির্ভরযোগ্য নয়।[19] তিনি আরো বলেন, হে পাঠক, এ সকল ভিত্তিহীন মিথ্যা হাদীস কুতুল কুলুব, এহয়িয়াউ উলুমিদ্দীনও ইমাম সালাবীর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ থাকার কারণে আপনারা প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হবেন না।[20] ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আজলুনীও (১১৬২ হি) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[21]

আল্লামা শাওকানী (১২৫০ হি) শবে বরাতের রাত্রিতে আদায়কৃত এ সালাত সংক্রান্ত হাদীসের ভিত্তিহীনতা উল্লেখ পূর্বক বলেন, এ সকল হাদীস দ্বারা এক দল ফকীহ প্রতারিত হয়েছেন। যেমন এহয়িয়াউ উলূমিদ্দীনগ্রন্থকার ইমাম গাযালী ও অন্যান্যরা। এমনিভাবে কতিপয় মুফাস্সিরও প্রতারিত হয়েছেন। এ সালাতের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের জাল হাদীস রচিত হয়েছে। এ সকল হাদীস মাউযূ বা বানোয়াট হওয়ার অর্থ হলো, এই রাত্রিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত রাকআত সালাত আদায়ের প্রচলন বাতিল ও ভিত্তিহীন। তবে কোনো নির্ধারিত রাকআত, সূরা বা পদ্ধতি ব্যতিরেকে সাধারণ ভাবে এ রাত্রিতে ইবাদত বা দোয়া করার বিষয়ে দুই একটি যয়ীফ হাদীস রয়েছে।[22]

শবে বরাত : কিছু ভ্রান্তি নিরসন

মাসিক আল কাউসার পত্রিকায় মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব, শাবান-রমযান ১৪২৯ || আগস্ট ২০০৮ সংখ্যায় "শবে বরাত : কিছু ভ্রান্তি নিরসন" এ তিনি কিছু ভুল ধারণা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। কেননা এগুলো সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন এসে থাকে।নিম্নে তা হুবহু তুলে ধরা হল:

প্রশ্ন ১ : আমি এক কিতাবে পড়েছি যে, শবে বরাত বিষয়ক সকল হাদীস 'মওযু'। ইবনে দিহয়ার উদ্ধৃতিতে কথাটা ওই কিতাবে লেখা হয়েছে।

উত্তর : এটা একটা ভুল কথা। ইবনে দিহয়া কখনো এমন কথা বলতে পারেন না। যিনি তার উদ্ধৃতিতে এ কথা লিখেছেন তিনি ভুল লিখেছেন। ইবনে দিহয়া শুধু এটুকু বলেছেন যে, শবে বরাতে বিশেষ নিয়মের নামায এবং সে নামাযের বিশেষ ফযীলতের যে কথাগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত, তা মওযু। তাঁর মূল আরবী বক্তব্য তুলে দিচ্ছি :

أحاديث صلاة البراءة موضوعة

'শবে বরাতের বিশেষ নামায সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো মওজু।'(তাযকিরাতুল মওজুআত, মুহাম্মাদ তাহের পাটনী পৃ. ৪৫)

আল্লামা লাখনৌবী রাহ. 'আল আছারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মওজুআ' (পৃ. ৮০-৮৫)তে পরিষ্কার লিখেছেন যে, 'শবে বরাতে রাত্রি জেগে ইবাদত করা এবং যেকোনো নফল আমল যাতে আগ্রহ বোধ হয় তা আদায় করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। এ রাতে মানুষ যত রাকাআত ইচ্ছা নামায পড়তে পারে, তবে এ ধারণা ভুল যে, এ রাতের বিশেষ নামায রয়েছে এবং তার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। যেসব বর্ণনায় এ ধরনের কথা পাওয়া যায় সেগুলো 'মওযু।' তবে এ রাত একটি ফযীলতপূর্ণ রজনী এবং এ রজনীতে ইবাদত-বন্দেগী করা মুস্তাহাব-এ বিষয়টি সহীহ হাদীস থেকেও প্রমাণিত। মোটকথা, এ রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করা যেমন ভুল তদ্রূপ মনগড়া কথাবার্তায় বিশ্বাসী হওয়াও ভুল।'
আল্লামা শাওকানীও 'আল ফাওয়াইদুল মাজমূআ' পৃ. ৫১)তে এই ভুল ধারণা সংশোধন করেছেন।

প্রশ্ন ২ : একজন আলিমের কাছে শুনেছি যে, শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়া 'মাসনূন' নয়। আর আজকাল যেভাবে এ রাতে কবরস্থানে মেলা বসানো হয় এবং মহিলারাও বেপর্দা হয়ে সেখানে গিয়ে ভিড় করে, তা তো একেবারেই নাজায়েয।

প্রশ্ন এই যে, যতটুকু নাজায়েয তা তো অবশ্যই নাজায়েয, কিন্তু যদি মহিলারা বেপর্দা না হয় এবং কোনো গুনাহর কাজও সেখানে না হয় তবুও কি এ রাতে কবর যিয়ারত মাসনূন বলা যাবে না? হাকীমুল উম্মত 'ইসলাহুর রুছূম' কিতাবে একে 'মাসনূন' লিখেছেন।
উত্তর : মহিলাদের জন্য যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়া এমনিতেও নিষেধ। এরপর যদি পর্দাহীনতা ও অন্যান্য আপত্তিকর বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত হয় তবে তা আরো কঠিন হয়ে যায়। আর কবরস্থান যদি নিকটবর্তী হয় এবং মাযার না হয় আর সেখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কাজকর্ম না হয় তাহলে পুরুষের জন্য এ রাতে সেখানে গিয়ে যিয়ারত করার বিধান কী? হাকীমুল উম্মত রাহ. প্রথমে একে মাসনূন লিখেছিলেন। পরে আরো চিন্তা-ভাবনা ও উলামায়ে কেরামের সঙ্গে মত বিনিময় করার পর ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন এবং লেখেন যে, আমি কবরস্থানে যাওয়া থেকে বারণ করাকেই অধিক সতর্কতার বিষয় মনে করি। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২৮) শরীয়তের নীতিমালার আলোকে হযরত থানভী রাহ-এর দ্বিতীয় মতই অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন ৩ : সুনানে ইবনে মাজাহ-তে (হাদীস নং : ১৩৮৮) পনেরো শা'বান রাত সম্পর্কে এই হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে :
قوموا ليلها وصوموا نهارها
এই রাত জেগে ইবাদত কর এবং দিনে (অর্থাৎ পনেরো শা'বান) রোযা রাখ।

এই হাদীসটি থানভী রাহ. 'খুতবাতুল আহকাম'-এ উল্লেখ করেছেন এবং 'ইসলাহুর রুসূম'-এ পনেরো শাবান-এর রোযাকে মাসনূন বলেছেন। কিন্তু এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, শায়খ আলবানী এই হাদীসটিকে মওযু বলেছেন। এরপর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তকী উছমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর 'ইসলাহী খুতবাত'-এ দেখলাম যে, সেখানে এই হাদীসটিকে 'জয়ীফ' লেখা হয়েছে এবং এই রোযাকে 'সুন্নত' মনে করা ভুল বলা হয়েছে। প্রকৃত বিষয়টি বুঝে আসছে না। আশা করি সাহায্য করবেন।

উত্তর : ইবনে মাজাহর উপরোক্ত হাদীসটি 'মওজু' তো কখনোই নয়। তবে সনদের দিক থেকে 'জয়ীফ'। যেহেতু ফাযাইলের ক্ষেত্রে 'জয়ীফ' গ্রহণযোগ্য তাই আলিমগণ শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে এ হাদীস বয়ান করে থাকেন।
শায়খ আলবানী 'সিলসিলাতুয যয়ীফা' (৫/১৫৪) তে এই বর্ণনাকে 'মওজূউস সনদ' লিখেছেন। অর্থাৎ এর 'সনদ' মওজূ। যেহেতু অন্যান্য 'সহীহ' বর্ণনা উপরোক্ত বর্ণনার বক্তব্যকে সমর্থন করে সম্ভবত এজন্যই শায়খ আলবানী সরাসরি 'মওজূ' না বলে 'মওজূউস সনদ' বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তথাপি শায়খ আলবানীর এই ধারণা ঠিক নয়। সঠিক কথা এই যে, এই বর্ণনা 'মওজূ' নয়, শুধু 'জয়ীফ'। ইবনে রজব রাহ. প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের এই মতই আলবানী সাহেব নিজেও বর্ণনা করেছেন।
এ প্রসঙ্গে আলবানী সাহেব যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন তা এই যে, এ বর্ণনার সনদে 'ইবনে আবী ছাবুরা' নামক একজন রাবী রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে। অতএব এই বর্ণনা 'মওজু' হওয়া উচিত। তবে এই ধারণা এ জন্য সঠিক নয় যে, ইবনে আবী সাবুরাহ সম্পর্কে উপরোক্ত অভিযোগ ঠিক নয়। তার সম্পর্কে খুব বেশি হলে এটুকু বলা যায় যে, জয়ীফ রাবীদের মতো তার স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা ছিল। রিজাল শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা যাহাবী রাহ. পরিষ্কার লিখেছেন যে, 'স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণেই তাকে জয়ীফ বলা হয়েছে।' দেখুন সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/২৫০
সারকথা এই যে, উপরোক্ত বর্ণনা মওজু নয়, শুধু জয়ীফ।

পনেরো শাবানের রোযা সম্পর্কে থানভী রাহ. যে 'মাসনূন' বলেছেন তার অর্থ হল মুস্তাহাব। আর ইসলাহী খুতবাতের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে পড়া হলে দেখা যায় যে, তা এ কথার বিপরীত নয়। ওই আলোচনায় 'জয়ীফ' হাদীসের ওপর আমল করার পন্থা বিষয়ে একটি ইলমী আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। হযরত মাওলানা পনেরো তারিখের রোযা রাখতে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু এটুকু বলেছেন যে, একে শবে বরাতের রোযা বলবে না। গোটা শাবান মাসেই শুধু শেষের দুই দিন ছাড়া, রোযা রাখা মুস্তাহাব। তাছাড়া প্রতিমাসের 'আয়্যামে বীজ'

(চাঁদের ১৩,১৪,১৫ তারিখ) রোযা রাখা মুস্তাহাব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ দিনের রোযা রাখা হলে ইনশাআল্লাহ ছওয়াব পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ৪ : আমি একটি পুস্তিকায় পড়েছি যে, শবে বরাত সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত পাওয়া যায় তন্মধ্যে সনদের বিবেচনায় সবচেয়ে উত্তম রেওয়ায়েতটিই হল 'জয়ীফ।' তাহলে অন্যগুলোর অবস্থা খুব সহজেই অনুমেয়। এ কথা কি সঠিক?

উত্তর : এ কথাটা একেবারেই ভুল। শবে বরাত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস এসেছে। তার মধ্যে একটি হাদীস 'সহীহ', কিছু হাদীস 'হাসান' আর কিছু 'জয়ীফ'। এ জন্য শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস জয়ীফ-একথা ঠিক নয়। সনদের বিচারে সবচেয়ে উত্তম বর্ণনা সেটা যা ইবনে হিববান 'কিতাবুস সহীহ' তে (হাদীস ৫৬৬৫) বর্ণনা করেছেন।

عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'অর্ধ শাবানের রাতে আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতপর শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া তার সমগ্র সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।'

আরো একাধিক হাদীসে এ বিষয়টি এসেছে। যেগুলোর সনদ 'হাসান লিযাতিহী বা হাসান লিগায়রিহী।' যথা মুসনাদে আহমদ এর ৬৬৪২ নং হাদীস, এবং মুসনাদুল বাযযার (২০৪৫)-এ আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত হাদীস।

এছাড়া এ রাতের আমল সম্পর্কে 'শুআবুল ঈমান' বায়হাকীর নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষণীয়।

হযরত আলা ইবনুল হারিছ রাহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল তিনি হয়তো মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা, অথবা বলেছেন, ও হুমায়রা, তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন-

هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم.

‘এটা হল অর্ধ-শাবানের রাত। (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত।) আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।’ -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৩/৩৮২-৩৮৩

ইমাম বাইহাকী রাহ. এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন-

هذا مرسل جيد

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে দীর্ঘ নফল নামায পড়া, যাতে সেজদাও দীর্ঘ হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য।

এধরনের বেশ কয়েকটি সহীহ ও হাসান হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কি এ কথা বলা উচিত যে, এ বিষয়ে সর্বোত্তম হাদীসটি সনদের বিচারে জয়ীফ? ভালোভাবে না জেনে কথা বলা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন।

প্রশ্ন ৫ : লোকেরা বলে, এ রাতের ফযীলত শবে কদরের সমান। কুরআন মজীদে ‘লায়লাতিন মুবারাকা’ বলে শবে বরাত বোঝানো হয়েছে। এ কথাটা কি সঠিক?

উত্তর : দুটো কথাই ভুল। শবে বরাতকে শবে কদরের সমান মনে করা ভুল। কুরআন-হাদীসে শবে কদরের যত ফযীলত এসেছে শবে বরাত সম্পর্কে আসেনি। বিশেষত কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার মতো বরকতময় ঘটনা শবে কদরেই সংঘটিত হয়েছে। এই ফযীলত অন্য কোনো রজনীতে নেই।

‘লায়লাতিন মুবারাকা’ বলে শবে কদরকেই বোঝানো হয়েছে, যা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সূরা কদরে। এজন্য এখানে শবে বরাত উদ্দেশ্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক অবস্থানে দৃঢ়পদ থাকার তাওফীক দান করুন। ইমাম ইবনে রজব রাহ. এর ভাষায় : ‘মুমিনের কর্তব্য এই যে, এ রাতে খালেস দিলে তওবা করে যিকির, দুআ ও ইস্তেগফারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। যত্নের সঙ্গে নফল নামায পড়বে। কেননা কখন মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। তাই কল্যানের মওসুম শেষ হওয়ার আগেই তার মূল্য দেওয়া কর্তব্য। আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে ছওয়াব লাভের আশা নিয়ে পনেরো তারিখের রোযাও রাখবে। তবে অত্যন্ত জরুরি বিষয় হল, ওইসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, যেগুলো এ রাতের সাধারণ ক্ষমা ও দুআ কবুল হওয়া থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। যথা : শিরক, হত্যা, হিংসা-বিদ্বেষ। এগুলো সবগুলোই কবীরা গুনাহ। আর

হিংসা-বিদ্বেষ তো এতই গর্হিত বিষয় যে, এটা অধিকাংশ সময়ই মানুষকে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

যেকোনো মুসলমান সম্পর্কেই বিদ্বেষ পোষণ করা অত্যন্ত মন্দ প্রবণতা। তবে সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন সম্পর্কে অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত ভয়াবহ ও গর্হিত অপরাধ। এজন্য মুসলমানদের কর্তব্য হল সর্বদা অন্তরকে পরিষ্কার রাখা এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পাক-পবিত্র রাখা। বিশেষত উম্মাহর পূর্বসূরী ব্যক্তিদের সম্পর্কে অন্তর পুরোপুরি পরিষ্কার থাকা অপরিহার্য, যাতে রহমত ও মাগফিরাতের সাধারণ সময়গুলোতে বঞ্চিত না হতে হয়।' - লাতাইফুল মাআরিফ পৃ. ১৫৫-১৫৬#

বিভিন্ন দেশের শবেবরাত

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, লেবানন, ইরান, আজারবাইজান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও কিরগিজস্তান-এ মধ্য শাবান উদ্‌যাপিত হয়। সালাফি আরবগণ এই দিনটি পালন করে না, তাদের মতে এইরাতে বিশেষ কোনো ইবাদাতের নির্দেশ নেই। আরব বিশ্বে, সুফি ঐতিহ্যের আরবেরা ও শিয়ারা এই উৎসব পালন করে।

এই রাতে ইরানের সর্বত্র আলোক সাজসজ্জা করা হয়, দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ইরাকে এই দিনে বাচ্চারা প্রতিবেশীর বাড়ি গেলে তাদেরকে মিষ্টিমন্ডা খেতে দেওয়া হয়। ইরাকি কুর্দিস্তান ও আফগানিস্তানের সুন্নি মুসলিমগণ রমযানের ১৫ দিন আগে এই পবিত্রদিন পালন করেন।বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে শবে বরাত উপলক্ষে প্রতিটি বাড়িতে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন স্বাদের খাবার। এসবের মধ্যে রয়েছে রুটি, বিভিন্ন রুচির হালুয়া, সুজি, মিষ্টান্ন। বিকেলে বা সন্ধ্যায় পাড়া প্রতিবেশিদের মাঝে এসব খাবার বিতরণ ও পরিবেশন করা হয়। শবে বরাত উপলক্ষে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। জাতীয় পত্রিকাগুলো এ দিন বিশেষ ক্রোড়পত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করে। শবে বরাতের পর আসন্ন দিনটি বাংলাদেশে সাধারণ ছুটির দিন হিসবে পালিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় কিছু মুসলমান মসজিদে উস্তাদ বা জাভা ও মাদুরায় কায়ি নামে পরিচিত ধর্মীয় নেতার বক্তৃতা (সেরামাহ) শোনে ও দলীয়ভাবে জিকির করে। ইন্দোনেশিয়ায় এই প্রথা পালিত হয় না বললেই চলে, তবে আচেহ, পশ্চিম সুমাত্রা ও দক্ষিণ কালিমান্তা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পালিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিমগণ মিষ্টান্ন বানায় (বিশেষত হালুয়া বা জর্দা) ১৫ই শাবান সন্ধ্যার সময় প্রতিবেশী ও দরিদ্রদের দেওয়ার জন্য। বসনিয়াতেও শাবানের ১৫তম রাতে

হালুয়া বিতরণের এই প্রথা পালিত হয়, এবং বাকি তিনটি পবিত্র দিনেও হালুয়া বিতরণ করা হয়: শবে কদর, শবে মেরাজ ও লাইলাতুল রাগাইব।

এ রাতের নফল আমলসমূহ সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এ রাতের নফল আমলসমূহ, বিশুদ্ধ মতানুসারে একাকীভাবে করণীয়। ফরয নামায তো অবশ্যই মসজিদে আদায় করতে হবে। এরপর যতটুকু নফল পড়ার তা নিজ নিজ ঘরে একাকী পড়বে। এসব নফল আমলের জন্য দলে দলে মসজিদে এসে সমবেত হওয়ার কোনো প্রমাণ হাদীস শরীফেও নেই আর সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এর রেওয়াজ ছিল না। (দ্র. ইক্তিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম ২/৬৩১-৬৪১; মারাকিল ফালাহ, পৃ. ২১৯)

তবে কোনো আহ্বান ও ঘোষণা ছাড়া এমনিই কিছু লোক যদি মসজিদে এসে যায়, তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলে মশগুল থাকবে, একে অন্যের আমলের ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হবে না।

কোনো কোনো জায়গায় এই রেওয়াজ আছে যে, এ রাতে মাগরিব বা এশার পর থেকেই ওয়াজ-নসীহত আরম্ভ হয়। আবার কোথাও ওয়াজের পর মিলাদ-মাহফিলের অনুষ্ঠান হয়। কোথাও তো সারা রাত খতমে-শবীনা হতে থাকে। উপরন্তু এ সবকিছুই করা হয় মাইকে এবং বাইরের মাইকও ছেড়ে দেওয়া হয়।

মনে রাখতে হবে, এ সবকিছুই ভুল রেওয়াজ। এ রাতে মাইক ছেড়ে দিয়ে বক্তৃতা-ওয়াজের আয়োজন করা ঠিক নয়। এতে না ইবাদতে আগ্রহী মানুষের পক্ষে ঘরে বসে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করা সম্ভব হয়, আর না মসজিদে। অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশ্রামেও মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। আল্লাহ আমাদের এসব ভুল কাজকর্ম পরিহার করার তাওফীক দিন।

মুমিন জীবনের প্রতিটি রাতই শবে বরাত

সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুমিন যদি একটু আগ্রহী হন তবে প্রতি রাতই তার জন্য শবে বরাত। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য ইমাম সংকলিত সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেন:

يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ

"প্রতি রাতে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে বলেন, আমিই রাজাধিরাজ, আমিই রাজাধিরাজ। আমাকে ডাকার কেউ আছ কি? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। আমার কাছে চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে প্রদান করব। আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। প্রভাতের উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে তিনি বলতে থাকেন। "
[মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫২২]

অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, মধ্যরাতের পরে এবং বিশেষত রাতের দু-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে তাওবা কবুল, দু'আ কবুল ও হাজত মেটানোর জন্য আল্লাহ বিশেষ সুযোগ দেন।

তাহলে আমরা দেখছি, লাইলাতুল বারাআতের যে ফযীলত ও সুযোগ, তা মূলত প্রতি রাতেই মহান আল্লাহ সকল মুমিনকে প্রদান করেন। লাইলাতুল বারাআত বিষয়ক যয়ীফ হাদীসগুলি থেকে বুঝা যায় যে, এ সুযোগ শবে বরাতের সন্ধ্যা থেকে। আর উপরের সহীহ হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, প্রতি রাতেই এ সুযোগ শুরু হয় রাতের এক তৃতীয়াংশ- অর্থাৎ ৩/৪ ঘন্টা রাত অতিবাহিত হওয়ার পরে, রাত ১০/১১ টা থেকে। কাজেই মুমিনের উচিত শবে বরাতের আবেগ নিয়ে প্রতি রাতেই সম্ভব হলে শেষ রাত্রে, না হলে ঘুমানোর আগে রাত ১০/১১ টার দিকে দুচার রাকআত সালাত আদায় করে মহান আল্লাহর দরবারে নিজের সকল কষ্ট, হাজত, প্রয়োজন ও অসুবিধা জানিয়ে দু'আ করা, নিজের যা কিছু প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং সকল পাপ-অন্যায় থেকে ক্ষমা চাওয়া।(কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে শবে বরাতের ফজীলত ও আমলঃপৃষ্ঠা-৭৭)

রমযানের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ

সর্বোপরি বাস্তব সত্য এটাই যে, এ রাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে অস্বীকার করা কিংবা ভিত্তিহীন বলা মোটেও উচিত নয়। আমারত মনে হয়, মহান আল্লাহ পাক রমযানের সংবর্ধনা হিসেবেই দুই সপ্তাহ পূর্বে এ শবে বরাত দান করেছেন। আর এর দ্বারা রমযানের রিহার্সেল হচ্ছে। রমযানের জন্য বান্দাহকে প্রস্তুত করা হচ্ছে এই বলে যে, হে বান্দাহ! তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও, বরকতময় পবিত্র মাস সমাসন্ন, যে মাসে আমার করুণার বারি বর্ষিত হয়। যে মাসে আমি ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত করে দেই। এর জন্য একটু প্রস্তুত হয়ে নাও।

দেখুন। মানুষ যখন কোন বড় ধরনের অনুষ্ঠানে যোগদান করে তখন এর প্রাক্কালে সে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেয়। গোসল করে। নতুন কাপড় পরিধান করে। সুগন্ধি লাগায়। তেমনি আল্লাহ তা'আলার এক বিশাল দরবার রমযান মাসের আকারে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাই এর পূর্বে

তিনি নিজেই একটি রজনী দান করলেন এবং বললেন, এস! এ রাতে আমি তোমাদের ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেই, যাতে আমার সাথে তোমাদের সম্পর্ক নির্ভেজাল, খাঁটি ও কলুষমুক্ত হয়। আর যখন আমার সাথে তোমাদের এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং আমি তোমাদের সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দেব ঠিক তখনি তোমরা রমযানের সর্ব প্রকার রহমত, বরকত ও নি'আমত লাভে ধন্য হতে পারবে। এ কারণেই আল্লাহ পাক আমাদের এ রজনীটি দান করেছেন। এর যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা চাই।(শবে বরাতের তত্বকথাঃপৃষ্ঠা-৯২)

শেষ কথা

লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা জানার এ প্রচেষ্টার এখানেই ইতি টানছি। এ প্রচেষ্টার মধ্যে যদি কিছু কল্যাণকর থাকে তবে তা একান্তভাবেই আমার মহান রব্বের দয়া। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে তা সবই আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের কারণে। আমি সকল ভুলভ্রান্তির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। এ প্রচেষ্টা যদি কোনো পাঠককে এ রাতের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ -এর সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও উজ্জীবনে উদ্বুদ্ধ করে তবে তা হবে আমার বড় পাওয়া। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর মহান রাসূল-এর নুসরাত ও তাঁর সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনের জন্য কবুল করে নিন। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূল-এর উপর। প্রথমে ও শেষে সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত।আল্লাহ পাক আমাদের এ রাতের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে একাগ্রতার সাথে তাঁর 'ইবাদত করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

রেফারেন্সঃ

[১] শবেবরাতের তত্ত্বকথা;শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী ও আল্লামা মুফতি দিলওয়ার হোসাইন।

[২] কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে শবে বরাত:ফযীলত ও আমলঃখন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ্

"আল কুরআনে শবে বরাত"এর রেফারেন্সঃ

[১]. তাবারী, জামিউল বায়ান ২৫/১০৭-১০৯; নাহহাস, মা'আনিল কুরআনির কারিম ৬/৩৯৫; যামাখশরী, আল-কাশশাফ, ৩/৪২৯; ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ৪/১৬৯০; ইবনু আতিয়্যাহ, আল- মুহাররার আল ওয়াজীয ৫/৬৮-৬৯; কুরতুবী, আল-জামে'লি আহকামিল কুরআন, ১৬/১২৬; আবু হাইয়্যান, আল-বাহর আল-মুহীত ৮/৩২-৩৩; ইবনু কাছীর, তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম ৪/১৪০; সুয়ূতী, আদদুররুল মানছুর ৫/৭৩৮-৭৪২; আবুস সু'উদ, তাফসীর-ই-আবিস সু'উদ ৮/৫৮; শাওকানী, ফাতহুল কাদীর ৪/৫৭০-৫৭২; আলুসী, রূহুল মা'আনী ১৩/১১০; থানবী, আশরাফ আলী, তাফসীর-ই আশরাফী ৫/৬১৫-৬১৬; শানক্বীতী, মুহাম্মদ আমীন, আদওয়া আল- বায়ান, ৭/৩১৯; সাবুনী, মুহাম্মদ আলী, সাফওয়াতুত তাফাসীর /১৭০-১৭১: মুফতী শফী,মা'আরেফ আল-কুরআন ৭/৮৩৫-৮৩৬

[২]. তাবারী, জামিউল বায়ান ২৫/১০৮

[৩]. তাবারী, জামিউল বায়ান ২৫/১০৮-১০৯।

[৪]. সূরা বাকারা: ১৮৫ আয়াত।

[৫]. আবূ বাকর ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন (বৈরুত, দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, তারিখ বিহীন) ৪/১৬৯০।

[৬]. কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন ১৬/১২৬।

[৭]. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/১৪০।

[৮]. থানবী, আশরাফ আলী, তাফসীর-ই আশরাফী ৫/৬১৫-৬১৬;

[৯]. সূরা: (৯৭) ক্বাদর, আয়াত ১

[১০]. তাবারী, জামিউল বায়ান ২৫/১০৭-১০৯

[১১]. ইবনু আদী, আল- কামিল ৮/২৬৬, ২৬৭, যাহাবী, মীযান আল-ইতিদাল ৭
[১২].সূরা: (৪৪) দুখান, আয়াত ৩-৪

শবেবরাত বিষয়ক জাল হাদীসের রেফারেন্সঃ

[1] ইবনু মাজাহ, আস- সুনান ১/৪৪৫; বাযযার, আল-মুসনাদ ১/১৫৭, ২০৭, ৭/১৮৬; আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ ২/১৭৬; ইবনু আবি আসিম, আস-সুন্নাহ,পৃ ২২৩-২২৪; ইবনু হিববান, আস-সহীহ ১২/৪৮১; তাবারানী, আল-মুজাম আল-কাবীর, ২০/১০৮, ২২/২২৩; আল-মুজাম আল-আওসাত, ৭/৬৮; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, ৩/৩৮১; ইবনু খুযায়মা, কিতাবুত তাওহীদ ১/৩২৫-৩২৬।

[2] আলবানী, সাহীহাহ (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ) ৩/১৩৫।

[3] সূরা (৪৪) দুখান: আয়াত ৩-৪।

[4] তাবারী, তাফসীর ২৫/১০৭-১০৯।

[5] সূরা (৯৭) কাদ্র: আয়াত ১।

[6] সূরা (২) বাকারা: আয়াত ১৮৫।

[7] তাবারী, তাফসীর ২৫/১০৭-১০৯।

[8] নাহহাস, মাআনিল কুরআন ৬/৩৯৫; যামাখশারী, আল-কাশশাফ ৩/৪২৯; ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ৪/১৬৯০; ইবনু আতিয়্যাহ্, আল- মুহাররার আল ওয়াজীয ৫/৬৮-৬৯; কুরতুবী, তাফসীর ১৬/১২৬; আবু হাইয়্যান, আল-বাহর আল-মুহীত ৮/৩২-৩৩; ইবনু কাছীর, তাফসীর ৪/১৪০; সুয়ূতী, আদদুররুল মানসূর ৫/৭৩৮-৭৪২; আবুস সুউদ, তাফসীর-ই-আবিস সুউদ ৮/৫৮; শাওকানী, ফাতহুল ক্বাদীর ৪/৫৭০-৫৭২; আলুসী, রূহুল

মাআনী ১৩/১১০; থানবী, তাফসীর-ই আশরাফী ৫/৬১৫-৬১৬; শানক্বীতী, মুহাম্মদ আমীন, আদওয়া আল- বায়ান ৭/৩১৯; সাবুনী, মুহাম্মদ আলী, সাফওয়াতুত তাফাসীর ৩/১৭০-১৭১; মুফতী শফী, মাআরেফ আল-কুরআন ৭/৮৩৫-৮৩৬।

[9] ইবনুল কাইয়িম, নাক্বদুল মানকুল ১/৮৫।

[10] মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৩/৩৮৮।

[11] ইবনুল জাওযী, আল-মাওদুআত ২/৪৯-৫০; সুয়ুতী, আল-লাআলী, ২/৫৭-৫৮; ইবনু আর্রাক, তানযীহ, ২/৯২-৯৩; মোল্লা ক্বারী, আল-আসরার, পৃ- ৩৩০-৩৩১; আল মাসনু, পৃ- ২০৮-২০৯; শাওকানী, আল ফাওয়ায়েদ ১/৭৫-৭৬।

[12] ইবনুল জাওযী, আল-মাউদূআত, ২/৫০-৫১; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ৫/২৭১; সুয়ূতী, আল লাআলী, ২/৫৯; ফাকিহানী, মুহাম্মদ বিন ইসহাক্ব, আখবারু মাক্কাহ ৩/৮৬-৮৭।

[13] ইবনুল জাওযী, আল-মাউদূ আত, ২/৫১; সুয়ূতী, আল-লাআলী, ২/৫৯।

[14] আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার আল-মারফুআ, পৃ- ১১৩-১১৪।

[15] যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল, ৬/১৬৮-১৬৯।

[16] বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৩/৩৮৬ - ৩৮৭, হাদীস নং - ৩৮৪১।

[17] ইবনুল জাওযী, আল-মাউদূআত, ২/৫২; সুয়ূতী, আল-লাআলী, ২/৫৯-৬০।

[18] ইবনুল জাওযী, আল-মাউদূআত, ২/৫২; সুয়ূতী, আল-লাআলী, ২/৫৯।

[19] মোল্লা আলী ক্বারী, আল-আসরার, পৃ- ৩৩০-৩৩১; ইবনুল কাইয়িম, আল-মানার আল-মুনীফ, পৃ- ৮৯-৯৯।

[20] মোল্লা আলী ক্বারী, আল মাসনূ, পৃষ্ঠা- ২০৮-২০৯।

[21] আজলুনী, কাশফুল খাফা, ২/৫৫৪-৫৫৫।

[22] শাওকানী, আল-ফাওয়ায়িদ ১/৭৬।

(https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4955নো এবং জীবিত ও মৃতদের পাপরাশি ক্ষমালাভের জন্য প্রার্থনার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু হাদীস দুর্বল এবং কিছু হাদীস জাল।

ইন্টারনেট লিংকঃ

1.https://www.alkawsar.com/bn/article/2188/

2.https://www.alkawsar.com/bn/article/649/

3.https://www.alkawsar.com/bn/article/3313/

4.https://www.alkawsar.com/bn/article/1547/

5.https://www.alkawsar.com/bn/article/3554/

6.https://muslimsday.com/%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A4-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%86%E0%A6%A4/

7.https://www.alkawsar.com/bn/topics/2/